ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-269 ■ 29 June, 2026 ■ আগরতলা ২৯ জুন, ২০২৬ ইং ■ ১৩ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন কি বাত অনুষ্ঠানে

নিরাপত্তা ও আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য দেশবাসীকে গর্বিত করেছে ঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (আইএএনএস)।। জুন মাসে নিরাপত্তা এবং আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে ভারতের একাধিক সাফল্য প্রতিটি দেশবাসীকে গর্বিত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান "মন কি বাত"-এর ১৩৫তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০২৬ সালের প্রথমার্ধ শেষ হতে চলেছে। এই ছয় মাসে আমরা দেশবাসীর বহু সাফল্যের কথা আলোচনা করেছি। জুন মাসেও ভারত এমন কিছু সাফল্য অর্জন করেছে, যা প্রতিটি নাগরিককে গর্বিত করে। এই সাফল্যগুলি দেশের নিরাপত্তা এবং আত্মনির্ভরতার সঙ্গে যুক্ত।'

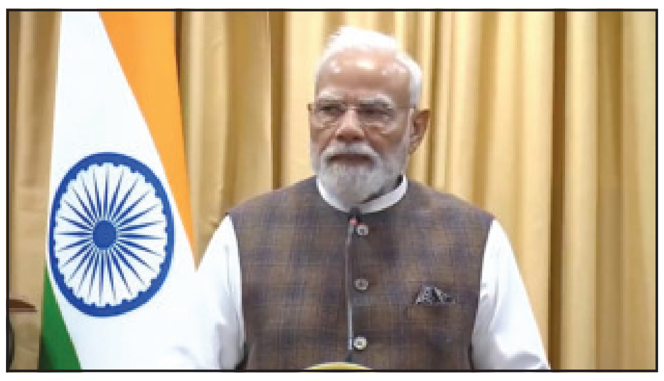

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সফরের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কলকাতায় নৌবাহিনীর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক এবং আইএনএস আগ্রয় ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই যুদ্ধজাহাজগুলির নকশা থেকে নির্মাণ সবই সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, জুন মাসে বিমান চলাচল ক্ষেত্রেও ভারত একটি বড় সাফল্য অর্জন করেছে। দেশে তৈরি প্রথম এয়ারবাস সি-২৯৫ বিমান সফলভাবে প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ান সম্পন্ন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতেই এই ধরনের ৪০টি বিমান তৈরি হচ্ছে। এর ফলে এমএসএমই এবং মহাকাশ ও বিমান শিল্প নতুন শক্তি পাচ্ছে, কর্মসংস্থান বাড়ছে এবং আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন আরও শক্তিশালী হচ্ছে।' তিনি প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও)-র তৈরি দেশীয় দীর্ঘ-পাল্লার স্থল হামলায় সক্ষম ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষার কথাও উল্লেখ করেন।

মোদী বলেন, 'ডিআরডিও-র বিভিন্ন গবেষণাগার এবং ভারতীয় শিল্প সংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগে এই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হয়েছে। এর অর্থ, আজ সমুদ্র থেকে আকাশ সর্বত্র ভারত আরও নিরাপদ এবং আরও আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে।'

২১ জুন পালিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই উদ্যোগে গোটা বিশ্ব ভারতের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে।'

তিনি জানান, এ বছর বিশ্বের ২,৫০০-রও বেশি স্থানে যোগ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল এবং ভারতে কোটি কোটি মানুষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপের কথাও উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রতিযোগিতা এ মাসে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। তিনি জানান, 'এই প্রতিযোগিতায় ভারত মোট ১১৪টি পদক জিতেছে, যার মধ্যে ১০২টিই সোনা। পদক তালিকায় ভারত শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। প্রতিযোগিতার সকল বিজয়ীকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।'

হাওড়া নদী থেকে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন ।। রাজধানীর গাঙ্গাইল এলাকায় হাওড়া নদী থেকে রমজান আলী (টিটন) নামে এক যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ করছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে গাঙ্গাইলের নবনির্মিত নদীপাড়ের পার্কে কয়েকজন প্রাতঃভ্রমণকারী রক্তের দাগ দেখতে পান। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। রক্তের চিহ্ন দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়, নদীতে কোনো দেহ ফেলে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। গতকাল রাতেই প্রশাসন ওই যুবকের নিখোঁজের খবর পায় বলে জানা গেছে।

এরপর সদর মহকুমা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এনডিআরএফ, এফডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স এবং ফায়ার সার্ভিসের যৌথ অভিযানে হাওড়া নদীতে তল্লাশি চালানো হয়। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর নদী থেকে রমজান আলী ওরফে টিটনের দেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের শরীরে একাধিক গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সেই কারণে তাঁকে হত্যা করে দেহ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও ফরেনসিক টিম উপস্থিত হয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। হত্যার সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লঙ্কামুড়ায় কৃষকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুন ।। রাজধানীর লঙ্কামুড়া এলাকার বাসিন্দা ও পেশায় কৃষক প্রদীপ দাস (৪৬)-এর মৃতদেহ রবিবার সকালে বাড়ির পাশের একটি জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রবিবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় আহত ছয় যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম / বিশ্রামগঞ্জ, ২৮ জুন ।। সাব্রুম থেকে মনুঘাট যাওয়ার সড়কে রবিবার সন্ধ্যায় একটি বাইক ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দ্রুতগতিতে আসা একটি মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি সাইকেলকে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষের ফলে মোটরবাইক চালক মিলন ত্রিপুরা এবং সাইকেল আরোহী ছায়াকান্ত মজুমদার গুরুতরভাবে আহত হন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত সাব্রুম দমকল কেন্দ্রকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দু"জনকে উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, ফের এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন দেওয়ান বাজার ইটভাট্টা এলাকায়। শনিবার দুপুর প্রায় ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ একটি বলেরো পিকআপ গাড়ি ও একটি মারুতি অল্টো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত চারজন আহত হন। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বায়ার-সেলার মিটে রেকর্ড সাফল্য

ত্রিপুরার আনারসের গুণমান ও বাজারযোগ্যতার প্রতি শিল্প জগতের আস্থা বাড়ছে ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন ।। ত্রিপুরার আনারস শিল্পে এক বড় সাফল্যের ইঙ্গিত হিসেবে, ত্রিপুরা কুইন আনারস গ্লোবাল ফেস্টিভ্যাল ২০২৬-এর দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত বায়ার-সেলার মিটে প্রায় ১১ কোটি টাকার সম্মিলিত বাণিজ্যমূল্যের ১৮টি লেটার অফ ইনটেন্ট আদান-প্রদান করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনটি শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত"-এর সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে। এতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ, এবং রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ উর্ধতন সরকারি কর্মকর্তারা ও উৎসবের অংশগ্রহণকারীরা।

বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত বায়ার-সেলার মিট ছিল দিনের প্রধান আকর্ষণ। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য এবং আপেডা এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সুনিতা রাই।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট অতিথিরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিস্ফোরণে নিহতের বাড়িতে আশীষ, দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন ।। রামনগরের বহুতলে গ্যাস বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত শুভ্রজিৎ চৌধুরীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। রবিবার তিনি রামনগর ৪ নম্বর রোডে অবস্থিত নিহতের বাসভবনে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

এদিন নিহতের মা, সদ্য বিধবা স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন পিসিসি সভাপতি। পাশাপাশি, নিহতের পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে শুভ্রজিৎ চৌধুরীর স্ত্রীকে সরকারি চাকরি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানান তিনি।

আশীষ কুমার সাহা বলেন, প্রাথমিক তদন্তে টিএনজিসিএলের গ্যাস লিক থেকেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ দ্রুত উদঘাটনে নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করার দাবি জানান তিনি। এছাড়াও রাজধানী আগরতলা শহরে দ্রুত হারে বহুতল আবাসন নির্মাণের প্রসঙ্গ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা বিমানবন্দরে দুদিনে ৮ বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন ।। ত্রিপুরা পুলিশের হাতে আরও চার বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেপ্তার হয়েছে। শনিবার আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। এর ফলে গত দু"দিনে বিমানবন্দর এলাকা থেকে মোট আট বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রবিবার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গত শুক্রবার বিমানবন্দর থানার পুলিশ আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর থেকে চার বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। তারা বিমানে চেপে অন্যত্র যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পরে তাদের আদালতে তোলা হলে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। পুলিশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাটির নিচ থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণে এসকফ সিরাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৮ জুন ।। গাঁজা বা অন্যান্য মাদক নয়, এবার মাটির নিচে পুঁতে রাখা অবস্থায় বিপুল পরিমাণ এসকফ কফসিরাপ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে বিশালগড়ের নোয়াপাড়া এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার পুলিশ নোয়াপাড়ার কুখ্যাত নেশা কারবারি খোকন আলীর বাড়িতে অভিযান চালায়। তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির গাড়ি রাখার ঘরের মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা এসকফ উদ্ধার করা হয়।

অভিযানে দেখা যায়, বালতি ও কলসের মধ্যে এসকফের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নারী নিরাপত্তাহীনতায় উদ্বেগ মহিলা কংগ্রেসের

চেয়ারপার্সনের পদত্যাদের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন ।। রাজ্যে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন হেনস্তা এবং নারীদের নিরাপত্তাহীনতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করে সাংবাদিক সম্মেলন করল ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। রবিবার অনুষ্ঠিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা লিংকিম হাওকিপ, ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী সহ দলের অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ।

সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, গোটা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও নারী, শিশু ও প্রবীণ মহিলাদের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। বাড়ি, কর্মক্ষেত্র কিংবা জনসমক্ষে কোথাও নারীরা নিরাপদ নন বলে অভিযোগ তুলে তারা জানায়, ধর্ষণ, যৌন হেনস্তা, অপহরণ, গার্হস্থ্য হিংসা এবং নারীর প্রতি অপরাধের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মহিলা কংগ্রেসের নেত্রীরা দাবি করেন, সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালে রাজ্যে ২০৬টি ধর্ষণ, ১৯টি শ্লীলতাহানি, ১০৩টি অপহরণ এবং ১৬৯টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও মে মাসে সাতটি ধর্ষণ, একটি যৌন হেনস্তা এবং ৪০টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করা হয়। জুন মাসেও ইতিমধ্যে সাতটি ধর্ষণ এবং একটি হত্যার ঘটনা ঘটেছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়।

মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাম্প্রতিক একাধিক আলোচিত ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে আনন্দনগরে এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ, কমলাসাগরে এক বিশেষভাবে সক্ষম তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ, জিবি হাসপাতালের এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর ঘটনা এবং বিশালগড়ে এক বিবাহিত মহিলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে বেহাল জাতীয় সড়ক, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২৮ জুন ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমায় জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার মাঝখানে সৃষ্টি হওয়া একটি বড় গর্তকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিনই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চামটিলা, ফায়ার সার্ভিস অফিস, মহকুমা শাসকের কার্যালয়, পঞ্চদেবতা মন্দির এবং রেল স্টেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিকে সংযোগকারী এই জাতীয় সড়কের একটি অংশ দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে পঞ্চদেবতা মন্দিরের সামনে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রিয়জিত দাস জানান, সামান্য বৃষ্টি হলেই ওই অংশে জল জমে যায়। ফলে রাস্তার গর্তটি চালকদের চোখে পড়ে না এবং টোটো, ই-রিকশা ও স্কুটিচালকরা দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। তাঁর দাবি, সম্প্রতি ফাইন্যান্সে কেনা এক কলেজ ছাত্রের নতুন স্কুটিও ওই গর্তে পড়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দাই দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষ। অনেকেই টোটো বা ই-রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। দিনে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা আয় করা এসব মানুষের পক্ষে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন মেরামতের খরচ বহন করা অত্যন্ত কঠিন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সমস্যাটি বিদ্যমান থাকলেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে প্রিয়জিত দাসসহ স্থানীয় বাসিন্দারা মহকুমা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত (পিডব্লিউডি) কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে বিপজ্জনক গর্তটি ভরাট করে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জাগরণ আগরতলা ২৯ জুন, ২০২৬ ইং
১৪ আষাঢ়, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

মহরমের মিছিলে প্রাণনাশের ছক ব্যর্থ

মুম্বাইয়ের বাইকুল্লায় মহরমের মিছিলে বিষাক্ত ক্যাপসুল বিলি করিয়া প্রায় ১৫,০০০ মানুষকে বিষ প্রয়োগের এক ভয়াবহ নাশকতার ছক ভেস্তে দিয়াছে মুম্বাই পুলিশ। ব্যথানাশক ওষুধ দাবি করিয়া মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইঁদুর মারিবার বিষ মিশ্রিত ক্যাপসুল বিলি করিবার অভিযোগে পুনের এক ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

ধৃত ব্যক্তির নাম ফাইয়াজ প্রেমজি (৩৯)। সে পুনের বিমান নগরের বাসিন্দা এবং সেখানে রঙের ব্যবসা করে। সে মুম্বাইয়ের ডোংরি এলাকার একটি গেস্ট হাউসে থেকে এই পরিকল্পনা সাজাইয়াছিল।

পুলিশ অভিযুক্তের কাছ থেকে ১৪,৯০০টি বিষাক্ত ক্যাপসুল উদ্ধার করিয়াছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়াছে, ক্যাপসুলগুলোর ভেতরে জিঙ্ক ফসফাইড নামক অত্যন্ত প্রাণঘাতী ইঁদুর মারিবার বিষ ভরা ছিল। পুলিশি জেরায় জানা গিয়াছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অনলাইনের মাধ্যমে ফাঁকা ক্যাপসুল এবং ৫০ কেজি বিষাক্ত কেমিক্যাল সংগ্রহ করিয়া গত ১৫ দিন ধরিয়া প্রায় ৩০,০০০ ক্যাপসুল তৈরির ছক কষিয়াছিল। মহরমের শোকমিছিলে যাহারা শরীরচর্চা বা আঘাত পান, তাহাদের 'ব্যথানাশক ওষুধ' হিসেবে এটি বিলি করিবার পরিকল্পনা ছিল তাহার।শুক্রবার ভোররাতে বাইকুল্লা এলাকায় মিছিল চলাকালীন এক যুবকের ক্যাপসুল খাইয়া বমি ও পেট ব্যথা শুরু হইলে পুলিশ সতর্ক হয়ে যায়। এর পরপরই পুলিশি তৎপরতায় অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলা হয় এবং একটি বড়সড় গণহত্যা ও গণ-দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।

শুক্রবার মুম্বাইয়ের বাইকুল্লা এলাকায় মহরমের মিছিল চলাকালীন এক ভয়াবহ নাশকতার ছক বানচাল করিল মুম্বাই পুলিশ। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে 'ব্যথানাশক' বা 'ইমিউনিটি বুস্টার' বলিয়া বিষাক্ত ক্যাপসুল বিলি করিবার সময় ফায়াজ প্রেমজি নামে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করিয়াছে পুলিশ। অভিযুক্তের দাবি, সে ওই দিন অন্তত ১৫ হাজার মানুষকে বিষক্রিয়ায় মারিয়া ফেলিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল।

এদিন রহমতাবাদ কবরস্থানের কাছে মিছিলে অংশ নেওয়া মানুষের মধ্যে ক্যাপসুল বিলি করছিল অভিযুক্ত ফায়াজ। সে ক্যাপসুলগুলোকে ব্যথা কমানোর ওষুধ বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ওষুধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। কয়েক জন তা খাইয়া অসুস্থ বোধ করিতে শুরু করেন। সালমান সায়েদ নামে এক ভুক্তভোগী পেটে ব্যথা ও বমির উপসর্গ নিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। বর্তমানে অসুস্থ ১১ জনই বিপদমুক্ত বলিয়া জানা গেছে।

হাজার হাজার মানুষের প্রাণ রক্ষা পায় তিন জন নারী স্বেচ্ছাসেবকের সতর্কতায়। তারা অভিযুক্তের সন্দেহজনক আচরণ লক্ষ্য করেন। ফায়াজ তাহাদের 'ইমিউনিটি বুস্টার' বলিয়া দাবি করিলেও, স্বেচ্ছাসেবকরা একটি ক্যাপসুল খুলিয়া ভেতরে পাউডার দেখিয়া সন্দেহ করেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে মাইকে ঘোষণা করিয়া জনগণকে সতর্ক করেন এবং পুলিশে খবর দেন। স্বেচ্ছাসেবকদের এই দ্রুত পদক্ষেপে একটি বড় ধরনের ট্র্যাজেডি এড়ানো সম্ভব হইয়াছে।অভিযুক্তের কাছ থেকে অন্তত ১৪,৯০০টি বিষাক্ত ক্যাপসুল বাজেয়াপ্ত করিয়াছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়াছে, এই ক্যাপসুলগুলোতে ইঁদুর মারিবার বিষ অর্থাৎ 'জিঙ্ক ফসফাইড' মেশানো ছিল। ডিসিপি জয়ন্ত মিনা জানাইয়াছেন, অভিযুক্তের কাছে কোনো ধরনের ওষুধ বিতরণের বৈধ অনুমোদন ছিল না। তদন্তে আরও জানা গিয়াছে, ফায়াজ ৩০,০০০ খালি ক্যাপসুল এবং ৫০ কেজি ফসফরাস অর্ডার করিয়াছিল, যাহা তাহার ভয়াবহ পরিকল্পনারই ইঙ্গিত দেয়।বিবিএ স্নাতক ফায়াজের অতীতে ইরান ও ইরাক ভ্রমণের তথ্য সামনে আসায় নড়িয়াচড়িয়া বসিয়াছে মুম্বাই পুলিশ। কেন সে এই জঘন্য কাজ করিতে চাহিয়াছিল এবং এর পেছনে কোনো বড় কোনো জঙ্গি সংগঠনের মদত আছে কি না, তাহা খতিয়ে দেখা হইতেছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২৩ ধারায় (বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষতিসাধন ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) বাইকুল্লা থানায় মামলা রুজু করা হইয়াছে। আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তকে দুদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হইয়াছে।

পারমিটবিহীন ব্যাটারিচালিত অটোর দৌরাত্ম্যে ক্ষুব্ধ দূরপাল্লার যানচালকরা, সোনামুড়ায় কয়েক ঘণ্টা বন্ধ যাত্রী পরিষেবা

সোনামুড়া, ২৮ জুন: পারমিটবিহীন ব্যাটারিচালিত অটোর দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদে রবিবার সকাল থেকে প্রায় বেলা ১১টা পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবা বন্ধ রেখে বিক্ষোভে সামিল হন সোনামুড়া মোটর স্ট্যান্ডের দূরপাল্লার যানচালকরা। ফলে কয়েক ঘণ্টার জন্য ব্যাহত হয় যানবাহন চলাচল এবং ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা।

যানচালকদের অভিযোগ, সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় পারমিট ছাড়াই ব্যাটারিচালিত অটোগুলি নির্বিঘ্নে যাত্রী পরিবহন করছে। এতে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতির মুখে পড়ছেন বৈধ পারমিটধারী দূরপাল্লার যানচালকরা। অবিলম্বে এই অনিয়ম বন্ধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ এবং কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে তারা যাত্রী পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন। পরবর্তীতে সোনামুড়া মোটর স্ট্যান্ডে চালকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিএমএসের স্থানীয় নেতৃত্ব। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া মণ্ডল সভাপতি শুভ্রজিৎ দাস, নগর পঞ্চায়েতের ভাইস-চেয়ারম্যান শাহজান মিয়া, বিএমএস সিপাহীজলা জেলা সম্পাদক বিপ্লব মজুমদার, সোনামুড়া মোটর স্ট্যান্ড সম্পাদক ইউসুফ মিয়া, সভাপতি সেলিম মৈশান-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

দীর্ঘ আলোচনার পর বিএমএস নেতারা আশ্বাস দেন, আগামী দিনে মহকুমার বিভিন্ন এলাকার ব্যাটারিচালিত যানবাহনের সংগঠনের প্রতিনিধিদের, জেলা নেতৃত্ব এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এই আশ্বাসের পর আন্দোলন প্রত্যাহার করে পুনরায় যাত্রী পরিষেবা শুরু করেন দূরপাল্লার যানচালকরা।

এ বিষয়ে আন্দোলনকারী যানচালক ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতিনিধিরা জানান, বৈধ পারমিটধারী যানচালকদের স্বার্থ রক্ষায় দ্রুত প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। অন্যথায় ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটারও ইঙ্গিত দেন তারা।

কীভাবে এত সম্পদের মালিক হলেন বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নেয়ার ইলন মাস্ক

লিভ ম্যাকমোহন, নাটালিয়া শেরম্যান, ডিয়ারবেইল জর্ডান এবং ওসমন্ড চিয়া

প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক, যিনি স্পেসএক্স, টেসলা এবং এক্স (সাবেক টুইটার)-এর প্রধান, তিনি বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নেয়ার হয়েছেন। ট্রিলিয়ন ডলার মানে হলো এক হাজার বিলিয়ন ডলার। ১ সংখ্যার পর ১২টি শূন্য বসালে হয় এক ট্রিলিয়ন। যাকে বাংলায় বলা যেতে পারে এক লাখ কোটি। বেশ কিছু সময় ধরে মাস্ক বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন, অথবা অন্তত সেই অবস্থানের কাছাকাছি ছিলেন। ফোর্বস-এর মতে, ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে তিনি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে অর্ধ-ট্রিলিয়ন ডলার (৫০০ বিলিয়ন) নিট সম্পদ অর্জন করেন।

এক মাস পরে, টেসলার শেয়ারহোল্ডাররা তার জন্য একটি রেকর্ড গড়া পারিশ্রমিক প্যাকেজ অনুমোদন করেন, যার সম্ভাব্য মূল্য এক ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে বলে জানানো হয়েছিল।

কিন্তু ২০২৬ সালের জুনে, তার রকেট নির্মাতা ও স্যাটেলাইট অপারেটর কোম্পানি স্পেসএক্স-যেটির মালিকানায় এক্স, গ্রক এবং স্টারলিংকও রয়েছে, সেটি পাবলিক হওয়ার পর মাস্কের নিট সম্পদ বিলিয়ন থেকে ট্রিলিয়ন পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তবে তিনি শুধু বিপুল সম্পদের জন্যই পরিচিত নন। স্পেসএক্স-এর প্রধান হিসেবে তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সমসাময়িক নানা বিষয় থেকে মানবজাতির ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় রাজনীতিতে তার সম্পৃক্ততা বেড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জয়ী হতে সহায়তা করা, যা কিছু বিনিয়োগকারীর অসন্তোষের কারণও হয়েছে।

তার মতামত এবং এক্স কীভাবে জনমত ও আলোচনাকে প্রভাবিত করছে, তা নিয়ে সরকারপ্রধান ও রাজনীতিবিদদের সমালোচনার মুখেও পড়েন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় জন্ম নেওয়া মাস্ক ছোটবেলা থেকেই ব্যবসায়িক দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘরে তৈরি চকলেট ইস্টার ডিম বিক্রি করতেন এবং ১২ বছর বয়সে নিজের প্রথম কম্পিউটার গেম তৈরি করেন। তিনি তার শৈশবকে কঠিন বলে উল্লেখ করেছেন, যা বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ, স্কুলে বুলিং বা হয়রানি এবং অ্যাসপারগার সিনড্রোম-এর কারণে সামাজিক সংকেত বোঝার অসুবিধার কারণে প্রভাবিত ছিল। সুযোগ পাওয়ামাত্র তিনি পড়াশোনার জন্য বাড়ি ছাড়েন। প্রথমে কানাডা, তারপর যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান, যেখানে তিনি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও পদার্থবিদ্যায় পড়েন। ২০১০ সালে ম্যারি ক্লেয়ার ম্যাগাজিনে লেখা একটি প্রবন্ধে, তার প্রথম স্ত্রী জাস্টিন মাস্ক, যার সাথে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিত হন এবং ২০০০ সালে বিয়ে করেন, লিখেছিলেন, বিপুল অর্থ উপার্জনের আগেই মাস্ক ছিলেন 'না-কে কখনও মেনে না নেওয়া একজন মানুষ'। 'প্রতিযোগিতা এবং আধিপত্য বিস্তারের ইচ্ছা, যা তাকে ব্যবসায় সফল করেছে, ঘরে ফেরার পরও তা থেমে যেত না,' বলেছিলেন জাস্টিন। তিনি জানান, বিয়ের নাচের সময় মাস্ক তাকে বলেছিলেন, 'এই সম্পর্কে আমিই আলফা', অর্থাৎ ইলন মাস্ক নিজেকেই প্রধান বা প্রভাবশালী মনে করেছেন।

সম্পদ তৈরি করলেন কীভাবে?

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার পর মাস্ক দ্রুতই তা ছেড়ে দেন এবং ১৯৯০-এর দশকে দুটি প্রযুক্তি স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে ছিল একটি ওয়েব সফটওয়্যার কোম্পানি এবং একটি অনলাইন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, যা পরে পেপ্যালে পরিণত হয় এবং ২০০২ সালে ই-বের এর কাছে ১.৫ বিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়। তিনি সেই অর্থ বিনিয়োগ করেন স্পেসএক্সে যা নাসার তুলনায় কম খরচে বিকল্প তৈরির লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। একইসঙ্গে তিনি অর্থ বিনিয়োগ করেন টেসলায়, যেখানে তিনি ২০০৮ সালে প্রধান নির্বাহী হন। এই দুই কোম্পানি তাদের নিজ নিজ শিল্পে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে, যদিও মাঝে মাঝে এগুলো আর্থিক সংকটের কাছাকাছিও পৌঁছেছিল। ইলন মাস্কের অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে সামাজিক মাধ্যম টুইটার অধিগ্রহণ।

তার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হলো এক্স-কে একটি 'সবকিছুর অ্যাপ' হিসেবে গড়ে তোলা যা বিভিন্ন ধরনের সেবা এক জায়গায় এনে দেবে। তবে বিভিন্ন অনুমান অনুযায়ী, মাস্ক যখন কিনছিলেন তখন কোম্পানিটির মূল্য ৪৪ বিলিয়ন ডলার ছিল যা এখন ৯.৪ বিলিয়নে নেমেছে। কিছু প্রতিষ্ঠান প্ল্যাটফর্মটি ছেড়ে যায়। বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়, মাস্কের নেতৃত্বে এক্স-এ ঘৃণামূলক বক্তব্য বেড়েছে এবং কিছু প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায় না। তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতেও আগ্রহী। চ্যাটজিপিটি- এর মূল কোম্পানিতে প্রাথমিক বিনিয়োগকারী ছিলেন মাস্ক, তবে ২০১৮ সালে পৃথক হয়ে যান এবং ২০২৩ সালে এক্সএআই প্রতিষ্ঠা করেন, যার লক্ষ্য 'মহাবিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা'। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ওপেনএইআই এবং এর প্রধান স্যাম অল্টম্যানের বিরুদ্ধে মামলা করেন, অভিযোগ করেন যে প্রতিষ্ঠানটি তার অলাভজনক ও ওপেন সোর্স ভিত্তি থেকে সরে গেছে। তবে ২০২৬ সালের মে মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার এক জুরি তার মামলা খারিজ করে দেয়। সাংবাদিক ক্রিস স্টকেল ওয়াকার বলেন, 'আমি কখনোই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না যে তিনি আগামীকাল কী করতে চান তা জানেন। তিনি মূলত অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যান।' ২০১৫ সালের একটি জীবনীতে লেখক অ্যাশলি ভ্যান্স তাকে 'বিতর্কপ্রবণ সবজান্তা' এবং 'প্রচুর অহংবোধসম্পন্ন' হিসেবে বর্ণনা করেন। তাকে নাচের ক্ষেত্রে "অস্বস্তিকর" এবং বক্তা হিসেবে "অনিশ্চিত"ও বলা হয়েছে।

গণমাধ্যমে তাকে কখনও "উন্মাদ প্রতিভা", কখনও "এক্স-এর বড় ট্রোল" হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনবার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে ইলন মস্কের। এর মধ্যে ব্রিটিশ অভিনেত্রী টালুলাহ রাইলির সঙ্গেই বিচ্ছেদ হয়েছে দু'বার। মাস্ক নিজের ত্রুটি সম্পর্কে অবশ্য বেশ খোলামেলা।

২০২২ সালে টেড-এ এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'যদি আমার পাপগুলো তালিকাভুক্ত করেন, তাহলে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ মনে হব। কিন্তু আমি যা ভালো কাজ করেছি সেগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে, এগুলোকে অনেক বেশি অর্থবহ মনে হয়।' মাস্কের নিট সম্পদের পরিমাণ কত? ব্যক্তিগত নানা বৈপরীত্য ইলন মাস্কের বিপুল সম্পদ গড়ে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে তিনি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে অর্ধ-ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি নিট সম্পদ অর্জন করেন বলে জানিয়েছিল ফোর্বস। তিনি সম্পদের দিক থেকে গুগল-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেইজ ও সের্গেই ব্রিন, ওরাকলের ল্যারি এলিসন, অ্যামাজনের জেফ বেজোস এবং ফেসবুকের মার্ক জাকারবার্গের মতো ধনকুবেরদের চেয়েও সামনে এগিয়ে রয়েছেন। স্পেসএক্স পাবলিক কোম্পানি হওয়ায় তার সম্পদ আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলস্বরূপ, ব্লুমবার্গ এবং ফোর্বসের হিসাব অনুযায়ী মাস্কের নিট সম্পদ এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি হয়েছে। ব্লুমবার্গের হিসাবে বর্তমানে তার সম্পদের পরিমাণ এক দশমিক ১১ ট্রিলিয়ন। তবে তার সম্পদের বড় অংশ স্পেসএক্সের শেয়ারের সঙ্গে যুক্ত, ফলে শেয়ারের দাম কমে গেলে তার ট্রিলিয়নেয়ার মর্যাদা পরিবর্তিত হতে পারে। টেসলা থেকেও তিনি বিপুল অর্থ পেতে পারেন, যদি নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করেন, যার মধ্যে রয়েছে কোম্পানির মূল্য আটগুণ বৃদ্ধি, ১০ লাখ এইআই রোবট বিক্রি এবং এক কোটি ২০ লাখ টেসলা গাড়ি বিক্রি। ২০২৪ সাল জুড়ে মাস্ক টেসলার কাছ থেকে ৫৬ বিলিয়ন ডলারের একটি পারিশ্রমিক প্যাকেজ নিয়ে আইনি লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ডেলাওয়্যারের একজন বিচারক দ্বিতীয়বারের মতো তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ডেলাওয়্যার সুপ্রিম কোর্ট প্যাকেজটি পুনর্বহাল করে।

মাস্ক ডিজিটাল মুদ্রারও সমর্থক এবং টানেল নির্মাতা দ্য বোরিং কোম্পানিসহ আরও বেশ কয়েকটি ছোট কোম্পানিতে তার সম্পৃক্ততা রয়েছে। তিনি নিজেকে একজন ''কাজপাগল'' ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন, প্রায়শই বলেন যে তিনি শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যবসা করেন না। তার বন্ধু এবং টেসলার বিনিয়োগকারী রস গার্বার বলেন, 'ইলন কেবল তখনই কোনো বিষয়ে জড়িত হন, যখন তিনি মনে করেন যে সেটি কোনো কারণে... সমাজ বা মানবতার স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' মাস্কের রাজনৈতিক মতাদর্শ কী? ২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া মাস্ক দীর্ঘদিন নিজেকে 'অর্ধেক ডেমোক্র্যাট, অর্ধেক রিপাবলিকান', 'রাজনৈতিকভাবে মধ্যপন্থি' এবং 'স্বতন্ত্র' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বারাক ওবামা, হিলারি ক্লিনটন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও জো বাইডেনকে ভোট দেওয়ার কথা বলেছেন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন করেছেন এবং ২০২৪ সালে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন দেন। তিনি ডেমোক্র্যাটদের বিভিন্ন নীতি, যেমন অর্থনীতি, অভিবাসন এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সমালোচনা করেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি "ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট ইমার্জেন্সি" পরিচালনার দায়িত্ব পান। এই উদ্যোগটি সরকারি ব্যয়ে ব্যাপক কাটছাঁট করে, যা নিয়ে বিতর্ক হয়। তবে পরে কর ও ব্যয় সংক্রান্ত বিরোধ থেকে ট্রাম্প ও মাস্কের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ সৃষ্টি হয়। ২০২৫ সালের ২৮শে মে মাস্ক হোয়াইট হাউস ছাড়ার ঘোষণা দেন এবং কিছুদিন পর তাদের সম্পর্কের ইতি ঘটে। যদিও পরে কিছুটা সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়। সাম্প্রতিক সময়ে মাস্ক যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতেও আগ্রহ দেখিয়েছেন। তিনি এক্স-কে ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয়ে স্যার কিয়ের স্টারমারের লেবার সরকারের সমালোচনা করেছেন। আবার ডানপন্থি কিছু নেতার সঙ্গেও নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। তার নানা মন্তব্য বিভিন্ন দলের সংসদ সদস্যদের সমালোচনার মুখে পড়েছে।

এদিকে, অতীতে মাস্ক তার ব্যবসাগুলোকে দাতব্য কাজের একটি রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, কারণ এগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের মতো মানবিক সমস্যার সমাধানে কাজ করে।

তবে পরে তিনি জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তার অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়েও তিনি সতর্কতা প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, এটি মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হতে পারে। তিনি বলেন, এআই-এর অগ্রগতি এবং জন্মহার হ্রাস একসঙ্গে 'মানুষের সংখ্যা কমে যাওয়ার' ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

ইলন মাস্কের কতজন সন্তান?

ইলন মাস্কের ১৪ সন্তান রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ছয় জন, কানাডিয় সংগীতশিল্পী ক্লেয়ার এলিস বুশে বা গ্রাইমসের সঙ্গে তিন সন্তান, নিউরোলিংক নির্বাহী শিভন জিলিসের সঙ্গে চার সন্তান এবং ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাশলি সেইন্ট ক্লেয়ারের থেকে এক সন্তান। জিলিসের সঙ্গে যমজ সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর তিনি লিখেছিলেন, 'জনসংখ্যা সংকট মোকাবিলায় আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি'। অন্যদিকে সেইন্ট ক্লেয়ার, যিনি ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সন্তানের জন্মের কথা জানান, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মাস্কের কোম্পানি এক্সএআই-এর বিরুদ্ধে মামলা করেন, অভিযোগ করেন যে গ্রক ব্যবহার করে তার যৌনতাযুক্ত ডিপফেক তৈরি করা হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ ইতিহাস

শুভময় দাস

শঙ্করের বই 'দ্য মঙ্ক অ্যাজ ম্যান: দ্য আননোন লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দ' (পেঙ্গুইন) হিন্দুধর্মের অন্যতম শ্রদ্ধেয় গুরুর অনেক অজানা দিক উন্মোচন করেছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, তিনি জীবনের ১৫টি সূত্র তৈরি করেছিলেন। এখানে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর জীবন সম্পর্কে এমন ১৪টি তথ্য তুলে ধরছি যা হয়তো আপনার অজানা ছিল।

১. সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি আমেরিকা ও ইংল্যান্ড সফর করেছিলেন এবং তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য পরিচিত ছিলেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় মাত্র ৪৭ শতাংশ , এফএ-তে (যা পরে ইন্টারমিডিয়েট আর্টস বা আইএ নামে পরিচিত হয়) ৪৬ শতাংশ এবং বিএ পরীক্ষায় ৫৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন।

২. বাবার মৃত্যুর পর পরিবারটি চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়। অনেক সকালেই বিবেকানন্দ তাঁর মাকে বলতেন যে তাঁর দুপুরের খাবারের নিমন্ত্রণ আছে এবং বেরিয়ে যেতেন, যাতে অন্যরা বেশি ভাগ পায়। তিনি লেখেন, ''সেই দিনগুলিতে আমি খুব সামান্যই খেতাম, কখনও কখনও কিছুই না। আমি এতটাই গর্বিত ছিলাম যে কাউকে কিছু বলতাম না...'' ৩. তার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে, তার প্রতি মুগ্ধ অনেক অবস্থাপন্ন মহিলা তাকে বশীভূত করার চেষ্টা করত। এই ধরনের প্রলোভনে পড়ার চেয়ে সে বরং অনাহারে থাকাকেই শ্রেয় মনে করত। এমনই এক মহিলাকে সে বলল, ''এইসব মূল্যহীন কামনা পরিহার করো এবং ঈশ্বরকে ডাকো।'' ৪. বিএ ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথকে (বিবেকানন্দের আসল নাম) কাজের সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হতো। যারা তাঁর কাছে জানতে চাইত, তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করতেন, "আমি বেকার"। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাস টলে গিয়েছিল এবং তিনি বেশ আক্রমণাত্মকভাবে লোকেদের বলতে শুরু করেছিলেন যে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। এক প্রতিবেশী অভিযোগ করেছিলেন, "ওই বাড়িতে এক যুবক থাকে। আমি এমন অহংকারী ছেলে আর দেখিনি! ও নিজেকে খুব বড় মনে করেআর তার কারণ ওর একটা বিএ ডিগ্রি আছে! গান গাওয়ার সময় ও দম্ভভরে টেবিলে আঘাত করে আর সব বড়দের সামনে চুরুট টানতে টানতে ঘুরে বেড়ায়..." ৫. তাঁর কাকা তারকনাথের মৃত্যুর পর, তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদাসুন্দরী বিবেকানন্দের পরিবারকে তাঁদের পৈতৃক বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেন এবং আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। বিবেকানন্দ ১৪ বছর ধরে বিভিন্ন মামলা লড়েন এবং ১৯০২ সালের ২৮শে জুন, তাঁর জীবনের শেষ শনিবারে, কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে তিনি এই মামলার অবসান ঘটান। ৬. যখন তাঁর বোন যোগেন্দ্রবালা আত্মহত্যা করেন, তখন বিবেকানন্দ যোগেন মহারাজকে বলেছিলেন, "আপনি কি জানেন আমরা দত্তরা চিন্তাভাবনায় এত প্রতিভাবান কেন? আমাদের পরিবারে আত্মহত্যার ইতিহাস আছে। আমাদের পরিবারে অনেকেই আত্মহত্যা করেছেন। আমরা খামখেয়ালী। আমরা কাজ করার আগে ভাবি না। আমরা কেবল তাই করি যা আমাদের ভালো লাগে এবং পরিণতির কথা চিন্তা করি না।" ৭. খেত্রির মহারাজা অজিত সিং স্বামীজীর মাকে তাঁর আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য নিয়মিত ১০০ টাকা পাঠাতেন। এই ব্যবস্থাটি অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল। ৮. বিবেকানন্দ তাঁর মাকে মনপ্রাণ দিয়ে পূজা করতেন। শিকাগোতে খ্যাতি লাভের পর, যখন প্রতাপ মজুমদার তাঁর তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন, "সে একজন প্রতারক ও জালিয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়। সে এখানে আপনাদের বলতে এসেছে যে সে একজন ফকির," তখন বিবেকানন্দ ইসাবেল ম্যাকিন্ডলিকে লেখা এক চিঠিতে উত্তর দিয়েছিলেন "এখন, আমার নিজের লোকেরাও আমার সম্পর্কে কী বলে তাতে আমার কিছু যায় আসে নাশুধু একটি বিষয় ছাড়া। আমার একজন বৃদ্ধা মা আছেন। তিনি তাঁর জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন এবং সেই সবকিছুর মাঝেও তিনি ঈশ্বর ও মানুষের সেবার জন্য আমাকে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন; কিন্তু তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তানকেতাঁর আশাকেত্যাগ করে এক দূর দেশে পাশবিক অনৈতিক জীবন যাপন করা, যেমনটা মজুমদার কলকাতায় বলছিলেন, তা তাঁকে একেবারে মেরে ফেলত।"

৯. মঠের ভেতরে কোনো মহিলার, এমনকি তাঁর মায়েরও, প্রবেশাধিকার ছিল না। একবার জ্বরে প্রলাপ বকতে থাকা অবস্থায় তাঁর শিষ্যেরা তাঁর মাকে ডেকে আনলেন। তাঁকে দেখে বিবেকানন্দ চিৎকার করে বললেন, ''তোমরা একজন মহিলাকে ভেতরে আসতে দিলে কেন? এই নিয়ম তো আমিই তৈরি করেছিলাম এবং আমার জন্যই তো নিয়মটা ভাঙা হচ্ছে!'' ১০. বিবেকানন্দ ছিলেন চায়ের একজন সমঝদার। সেই সময়ে, যখন হিন্দু পণ্ডিতরা চা পানের বিরোধী ছিলেন, তখন তিনি তাঁর মঠে চায়ের প্রচলন করেন। বেলুরকে একটি "ব্যক্তিগত বাগানবাড়ি" হিসেবে আখ্যা দিয়ে, যেখানে চা পরিবেশন করা হতো, বালি পৌরসভা যখন তার উপর কর বাড়িয়ে দেয়, তখন বিবেকানন্দ চিনসুরা জেলা আদালতে পৌরসভার বিরুদ্ধে মামলা করেন। ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করতে ঘোড়ায় চড়ে আসেন; অভিযোগগুলো খারিজ হয়ে যায়।

১১. একবার বিবেকানন্দ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বাল গঙ্গাধর তিলককে বেলুড় মঠে চা বানাতে রাজি করিয়েছিলেন। তিলক সঙ্গে করে জায়ফল, জয়ত্রী, এলাচ, লবঙ্গ ও জাফরান নিয়ে এসে সকলের জন্য মুঘলাই চা তৈরি করেছিলেন।

১২. মানুষ ও ঈশ্বরের প্রতি বিবেকানন্দের অক্লান্ত সেবা তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর ৩৯ বছরের জীবনে তিনি অসংখ্য রোগে ভুগেছেনমাইগ্রেন, টনসিলাইটিস, ডিপথেরিয়া, অ্যাজমা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, যকৃতের সমস্যা, বদহজম, গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস, পেট ফাঁপা, আমাশয় ও ডায়রিয়া, ডিসপেপসিয়া ও পেটে ব্যথা, পিত্তপাথর, কোমর ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, ব্রাইটস ডিজিজ (তীব্র নেফ্রাইটিস), কিডনির সমস্যা, শোথ, অ্যালবুমিনুরিয়া, চোখ লাল হওয়া, ডান চোখে দৃষ্টিশক্তি হারানো, দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা, অকালে চুল পেকে যাওয়া, নিউরাস্থেনিয়া, অতিরিক্ত ক্লান্তি, সমুদ্রপীড়া, সানস্ট্রোক, ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল, "মরতে হবে...জং ধরে নষ্ট হওয়ার চেয়ে ক্ষয় হয়ে যাওয়াই শ্রেয়।"

১৩. তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ প্রান্তে বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন, ''আমার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নাও। নিজের শরীরের প্রতি এতটা কঠোর হয়ো না এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করো না। আমি আমার শরীরের ক্ষতি করেছি। আমি এর উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করেছি, আর তার ফল কী হয়েছে? আমার জীবনের সেরা বছরগুলোতে আমার শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে! আর আমি এখনও তার মূল্য দিচ্ছি।" যখন তাঁর এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে আমেরিকায় থাকার সময় তাঁর নিজের একটি শরীর আছে বলে কোনো অনুভূতিই হতো না।

১৪. বিবেকানন্দ কাপুরুষদের ঘৃণা করতেন। তিনি জন পি. ফক্সকে লিখেছিলেন, "আমি সাহস ও দুঃসাহসিকতা পছন্দ করি এবং আমার জাতির এই চেতনার খুব প্রয়োজন... আমার স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে এবং আমি বেশিদিন বাঁচব বলে আশা করি না।" ১৫.

১৯০০ সালে, তাঁর মৃত্যুর দু'বছর আগে, পশ্চিম থেকে শেষবারের মতো ভারতে এসে বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য বা গুরুভাইদের সঙ্গে দেখা করতে দ্রুত বেলুড়ে যান। তিনি ভোজনের ঘণ্টা শুনতে পেলেন, কিন্তু দেখলেন ফটকটি তালাবদ্ধ। তিনি ফটকটি টপকে দ্রুত তাঁর প্রিয় খাবার খিচুড়ি খেতে খাওয়ার জায়গায় চলে গেলেন। তাঁর দ্রুত অবনতিশীল স্বাস্থ্যের কথা কেউ সন্দেহ করেনি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলা সদর কংগ্রেস ভবনে মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অরুণাচলে ৩৬ ঘণ্টায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সচল করল বিআরও, আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২

ইটানগর, ২৮ জুন (আইএএনএস): প্রবল বর্ষণ, আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর মাত্র ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে অরুণাচল প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ কিমিন-পোটিন সড়ক পুনরায় যান চলাচলের উপযোগী করে তুলেছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)। অন্যদিকে, রাজ্যের কেয়ি পানিয়র জেলায় আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দু''জনে দাঁড়িয়েছে। এখনও তিনজন নিখোঁজ রয়েছেন।

প্রতিরক্ষা মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহেন্দ্র রাওয়াত জানান, টানা বর্ষণের জেরে কেয়ি পানিয়র ও পাপুম পারে জেলায় একাধিক ভূমিধস এবং রাস্তার বড় অংশ ধসে পড়ে। প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ কিমিন-পোটিন সড়কের বিভিন্ন অংশ কাদা, পাথর ও উপড়ে পড়া গাছে ঢেকে যায় এবং বহু জায়গায় রাস্তা ভেসে যায়।

এর ফলে পোটিন, ইয়াজালি, ইয়াচুলি, জোরাম ও জিরো-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ, উদ্ধারকারী দল এবং নাহারলাগুনের টোমো রিবা ইনস্টিটিউট অব হেলথ অ্যান্ড মেডিক্যাল সায়েন্সেস (টিআরআইএইচএমএস)-এ পৌঁছানোও ব্যাহত হয়।

এদিকে, জাতীয় সড়ক-১৩-ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কিমিন-পোটিন সড়ক দ্রুত চালু করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে।

প্রশাসনের অনুরোধে বিআরও-র প্রজেক্ট অরুণাঙ্ক-এর অধীন ৭৫৬ বর্ডার রোডস টাস্ক ফোর্স (বিআরটিএফ) প্রায় ৮০ জন কর্মী এবং ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে উদ্ধার ও পুনর্গঠনের কাজে নামে।

প্রবল বৃষ্টি, অস্থিতিশীল পাহাড়ি ঢাল এবং বারবার ভূমিধস সত্ত্বেও বিআরও কর্মীরা দিনরাত কাজ করে ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে, ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করে শনিবার গভীর রাতে সড়কটি পুনরায় যান চলাচলের জন্য খুলে দেন।

প্রতিরক্ষা মুখপাত্র জানান, বর্তমানে কিমিন-পোটিন সড়ককে দ্বি-লেনে উন্নীত করার কাজও চলছে, যা ভবিষ্যতে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির স্থায়িত্ব ও বহনক্ষমতা আরও বাড়াবে।

অন্যদিকে, ২৩ জুন থেকে শুরু হওয়া প্রবল বর্ষণজনিত আকস্মিক বন্যায় কেয়ি পানিয়র জেলার এনইইপিসিও কলোনি এলাকায় ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে শনিবার ৩০ বছর বয়সি এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছে। এর ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দু''জনে দাঁড়িয়েছে। এখনও তিনজন নিখোঁজ রয়েছেন। প্রশাসন জানিয়েছে, স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এসডিআরএফ) এবং কেয়ি পানিয়র পুলিশের যৌথ দল নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে। নিখোঁজদের পরিচয় এলেশ মারাক (১৩), তাও আনজিনা (৪৬) এবং সৌরভ কুমার (৪৮)।

২৫ জুন ভারতীয় বায়ুসেনার একটি হেলিকপ্টারে করে দুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী, একটি উদ্ধারকারী নৌকা এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ)-এর কর্মীদের পৌঁছে দেওয়া হয়।

প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, প্রবল বৃষ্টিতে নির্মীয়মাণ একটি রিটেনিং ওয়াল ভেঙে পড়ায় এনইইপিসিও প্রকল্প কলোনি ও আশপাশের নিচু এলাকায় ব্যাপক জল জমে যায়। আকস্মিক বন্যায় প্রায় ২০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগজনক চিত্র, প্রকাশ্যে গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন

ঢাকা, ২৮ জুন (আইএএনএস): সংবিধানে শিক্ষাকে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব এবং সামাজিক প্রয়োজন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও, সমতাভিত্তিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে সরকারকে আইনি জবাবদিহির আওতায় আনার সুযোগ বাংলাদেশের নাগরিকদের খুবই সীমিত। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক প্রথম আলো-তে প্রকাশিত এক মতামতধর্মী নিবন্ধে এই দাবি করা হয়েছে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস (সিপিজে)-এর নির্বাহী পরিচালক শাহরিয়ার সাদাত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্সেস প্রোগ্রাম-এর প্রধান প্রান্তিক চৌধুরী যৌথভাবে নিবন্ধটি লিখেছেন।

নিবন্ধে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংবিধান ও শিক্ষা নীতিতে অগ্রসর চিন্তাভাবনা থাকলেও বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থার বড় ফারাক রয়ে গেছে।

লেখকদের দাবি, ''বাংলাদেশে ১২ বছরের স্কুলশিক্ষা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে মাত্র সাত বছরের শিক্ষার সমতুল্য। অভিভাবকেরা আশা নিয়ে সন্তানদের স্কুলে পাঠান, কিন্তু বাস্তবে তারা বড় ধরনের শিক্ষাগত ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে।''

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নীতি ও সংবিধানে সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং মানসম্মত শিক্ষার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে শিক্ষার গুণগত উন্নতির বদলে সংখ্যাগত বৃদ্ধি, সামাজিক বৈষম্য, শ্রেণিভেদ এবং অসম ভবিষ্যৎ তৈরি হচ্ছে।

লেখকদের মতে, এই বৈপরীত্যের সূত্রপাত সংবিধানের মধ্যেই রয়েছে। তাঁরা উল্লেখ করেছেন, সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে সর্বজনীন, গণমুখী এবং অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হলেও, শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের পরিবর্তে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অংশ হিসেবে রাখা হয়েছে।

ফলে শিক্ষাকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও, নাগরিকদের পক্ষে সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত না করার জন্য সরকারকে আইনি ভাবে জবাবদিহি করানো কঠিন বলে নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া, সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে সুযোগের সমতা এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর কথা বলা হলেও, সংবিধান প্রণয়নের ১৮ বছর পরে ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন কার্যকর হয় বলে লেখকরা উল্লেখ করেছেন।

২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুপারিশ করা হলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি বলেও নিবন্ধে দাবি করা হয়েছে। বর্তমানে কার্যত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্তই বাধ্যতামূলক শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকায় দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে।

ইউনেস্কোর তথ্য উদ্ধৃত করে লেখকরা জানান, বিশ্বের ১৫৫টি দেশে প্রাক-প্রাথমিক থেকে অন্তত নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শ্রীলঙ্কা, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং মালদ্বীপও বাংলাদেশের তুলনায় বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরিধি বাড়িয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা ধারায় ছাত্রভর্তির প্রবণতারও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে পাঠ্যক্রমের সামঞ্জস্য বাড়ায় আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে কম খরচ, খাদ্য, আবাসন ও তদারকির সুবিধার কারণে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলির কাছে কওমি মাদ্রাসা আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

২০২৪ সালে বণিক বার্তা-র একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালের প্রায় ৩৮.০৬ লক্ষ থেকে ২০২২ সালে আলিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রসংখ্যা বেড়ে প্রায় ৪০.২ লক্ষে পৌঁছেছে। একই সময়ে কওমি মাদ্রাসাতেও প্রায় এক লক্ষ নতুন শিক্ষার্থী যুক্ত হয়েছে।

লেখকদের মতে, এর ফলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা পাচ্ছেন, শহুরে মধ্যবিত্তের বড় অংশ জাতীয় শিক্ষাক্রমের উপর নির্ভরশীল, আর দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বহু শিক্ষার্থী সীমিত সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুল বা মাদ্রাসার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছেন।

লাভ অ্যান্ড ওয়ার ছবির সেটে কর্মীর মৃত্যুর পর কড়া নিরাপত্তা বিধি ও উন্নত কর্মপরিবেশের দাবি এফডব্লিউআইসিই-র

মুম্বই, ২৮ জুন (আইএএনএস): সঞ্জয় লীলা বনশালি পরিচালিত আসন্ন ছবি 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর শুটিং সেটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কার্পেন্টার চন্দ্রধারী সিং যাদবের মৃত্যুর ঘটনায় কড়া নিরাপত্তা বিধি এবং কর্মীদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানাল ফেডারেশন অব ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (এফডব্লিউআইসিই)।

সংগঠনের সভাপতি বি এন তিওয়ারি জানান, দুর্ঘটনায় মৃত কর্মীর পরিবারকে সঞ্জয় লীলা বনশালির প্রযোজনা সংস্থা ৪০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে মৃত কর্মীর বয়স ৪২ বছর এবং তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হওয়ায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা করার দাবি জানিয়েছে এফডব্লিউআইসিই।

যদিও এই দাবির বিষয়ে এখনও প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

আইএএনএস-কে তিওয়ারি বলেন, '''লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর সেটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আমাদের এক টেকনিশিয়ানের মৃত্যু হয়েছে। ৪০ লক্ষ টাকা সাহায্য অবশ্যই ভালো উদ্যোগ।

কিন্তু আমরা প্রযোজনা সংস্থাকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার অনুরোধ করেছি, কারণ তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও উত্তর পাইনি।''

তিনি আরও বলেন, তাঁদের প্রধান উদ্বেগ শুধু ক্ষতিপূরণ নয়, কর্মীদের নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ নিয়েও।

তাঁর অভিযোগ, নির্ধারিত সর্বোচ্চ ১২ ঘণ্টার পরিবর্তে বহু ক্ষেত্রে কর্মীদের ১৬ থেকে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো হচ্ছে।

তিওয়ারি স্পষ্ট করে বলেন, এই সমস্যা শুধু সঞ্জয় লীলা বনশালির সেটে সীমাবদ্ধ নয়।

টেলিভিশন ধারাবাহিক, ওয়েব সিরিজ এবং অন্যান্য শুটিং সেটেও একই ধরনের পরিস্থিতি রয়েছে।

তিনি বলেন, ''এটা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের ফেডারেশন এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

কোনও সেটেই কর্মীদের দাসের মতো কাজ করানো চলবে না। আমরা শুটিং বন্ধ করতে চাই না, কিন্তু কর্মী, টেকনিশিয়ান এবং শিল্পীদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই।''

এফডব্লিউআইসিই-র সভাপতি জানান, তাঁদের সংগঠন কোনও প্রযোজকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার পথে বিশ্বাসী নয়। আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে চায় তারা।

এদিকে, অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন (এআইসিডব্লিউএ) সম্প্রতি এই মৃত্যুর ঘটনায় স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে বিভ্রান্তির প্রসঙ্গে তিওয়ারি বলেন, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী খোলা বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসেই ওই কর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

তিনি জানান, ''তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁর সঙ্গে একই বিভাগে আরও শ্রমিক, টেকনিশিয়ান, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট এবং ক্যামেরাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্টেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর কথা উল্লেখ রয়েছে।''

ভারত-যুক্তরাজ্য সিইটিএ বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনে সহযোগিতা আরও জোরদার করবে: পীযূষ গোয়েল

লন্ডন/নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (আইএএনএস): আগামী ১৫ জুলাই থেকে কার্যকর হতে চলা ভারত-যুক্তরাজ্য সমন্বিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে আরও গভীর করবে এবং উভয় দেশের যৌথ সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

লন্ডনে ভারতীয় প্রবাসী এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে মতবিনিময় করে গোয়েল বলেন, ভারতীয় প্রবাসীরা ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং জন-জনের সম্পর্কের এক জীবন্ত সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ তিনি লেখেন, ভারত-যুক্তরাজ্য সিইটিএ কার্যকর হওয়ার ফলে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের নতুন সুযোগ তৈরি হবে, যা দুই দেশের জন্যই লাভজনক হবে।

এছাড়া তিনি যুক্তরাজ্যে আইসিএআই চ্যাপ্টারের সদস্যদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। সেখানে তিনি বলেন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের ভূমিকা ভারত-যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ। সিইটিএ-র ফলে পেশাজীবীদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন এবং তাঁদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এই সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার আহ্বান জানান।

গোয়েলের সঙ্গে ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ারউইক ম্যানুফ্যাকচারিং গ্রুপের ''হেড অব সেফ অটোনমি'' অধ্যাপক সিদ্ধার্থ খাস্তগীরেরও বৈঠক হয়। সেখানে শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং গবেষণাভিত্তিক উদ্ভাবন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়।

মন্ত্রী বলেন, শক্তিশালী উদ্ভাবনী পরিবেশ নতুন ধারণার বিকাশ, আন্তর্জাতিক মানের শিল্প গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া জিইডিইউ গ্লোবাল এডুকেশন-এর গ্রুপ সিইও ড. বিশ্বজিৎ রানার সঙ্গেও বৈঠক করেন গোয়েল। উচ্চশিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারত-যুক্তরাজ্য সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি সিইটিএ-কে কাজে লাগিয়ে শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে আরও শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিষয়েও মতবিনিময় করেন তাঁরা।

এর আগে লন্ডনে ''ইন্ডিয়া-ইউকে: পার্টনার্স ইন প্রোগ্রেস বিজনেস প্লেনারি''-তে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোয়েল ভারতীয় সংস্থাগুলিকে যুক্তরাজ্যের অংশীদারদের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, ভারত-যুক্তরাজ্য সিইটিএ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দেবে।

মমতা-অনুগত তৃণমূল গোষ্ঠীর চার থানায় অভিযোগ, পাল্টা ইসির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বিদ্রোহীরা

কলকাতা, ২৮ জুন (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা দলের মূল কিন্তু সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার চারটি থানায় পৃথক অভিযোগ দায়ের করেছে।

অভিযোগ দায়ের করা চারটি থানার মধ্যে দুটি কলকাতা পুলিশের অধীনে কালীঘাট থানা এবং প্রগতি ময়দান থানা। বাকি দুটি বিধাননগর সিটি পুলিশের অধীনে নিউ টাউন থানা এবং বিধাননগর সাইবার থানা। সর্বশেষ অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছে বিধাননগর সাইবার থানায়।

দলের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর এক নেতার দাবি, চারটি অভিযোগের মূল বিষয় একই। বিদ্রোহী গোষ্ঠী নাকি দলীয় অনুমতি ছাড়াই বিভিন্ন জনসভায় তৃণমূলের প্রতীক ব্যবহার করছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে প্রবীণ বিধায়ক অরূপ রায়কে দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে ঘোষণা করছে।

ওই নেতার বক্তব্য, ২০২২ সালের সাংগঠনিক সম্মেলনে প্রতিনিধিদের ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজীবন দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। তাঁর দাবি, দলের সংবিধান অনুযায়ী পাঁচ বছর অন্তর সাংগঠনিক সম্মেলন হওয়ার কথা, অর্থাৎ পরবর্তী সম্মেলন ২০২৭ সালে হওয়ার কথা। বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে শুধুমাত্র চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারেন।

অসম্পূর্ণ নথি নিয়ে কৈলাস মানসসরোবর যাত্রা শুরু না করার পরামর্শ ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (আইএএনএস): বেসরকারি ট্যুর অপারেটরের মাধ্যমে কৈলাস মানসসরোবর যাত্রায় যেতে ইচ্ছুক ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছে কেন্দ্র। প্রয়োজনীয় সমস্ত ভ্রমণ নথি, বিশেষ করে চিনে প্রবেশের ভিসা ও অনুমতিপত্র হাতে পাওয়ার আগে যাত্রা শুরু না করার পরামর্শ দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি একাধিক ভারতীয় নাগরিক প্রয়োজনীয় চিনা ভিসা ও প্রবেশ অনুমতি ছাড়াই কৈলাস মানসসরোবর যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে নেপালে আটকে পড়েছেন। তাঁদের অনেকেই বেসরকারি ট্যুর অপারেটরের মাধ্যমে সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন। আটকে পড়া যাত্রীরা সাহায্যের জন্য বিদেশ মন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়েছেন।

মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পরে প্রয়োজনীয় নথি পাওয়া যাবে এমন ধারণা নিয়ে যাত্রা শুরু করা উচিত নয়।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, 'সম্পূর্ণ যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব ভ্রমণ নথি সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত ভারত থেকে যাত্রা শুরু না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিশ্চিত নথিপত্র ছাড়া বা পরে তা পাওয়ার আশায় যাত্রা শুরু করলে মাঝপথে আটকে পড়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।'

এছাড়া যাত্রীদের বেসরকারি ট্যুর অপারেটরের নিবন্ধন ও অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য ভালোভাবে যাচাই করে তবেই সফরের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই সতর্কবার্তার মধ্যেই খবর, কৈলাস মানসসরোবর যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া প্রায় ৫২ জন ভারতীয় নাগরিক বর্তমানে নেপালের কাঠমান্ডুতে আটকে রয়েছেন এবং নিরাপদে পরবর্তী যাত্রা সম্পূর্ণ করতে জরুরি সহায়তা চাইছেন। শনিবার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এনসিপি (এসপি)-র সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে। তিনি বিদেশ মন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনগুলিকে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে আটকে পড়া ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার আবেদন জানান।

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং বন ধর্মাবলম্বীদের কাছে কৈলাস মানসসরোবর যাত্রা অন্যতম পবিত্র তীর্থযাত্রা। প্রতি বছর হাজার হাজার ভক্ত এই যাত্রায় অংশ নেন। তবে এই তীর্থযাত্রার জন্য তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতিসহ চিনা কর্তৃপক্ষের একাধিক ছাড়পত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণ নথি বাধ্যতামূলক।

বহু কোটি টাকার চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয় দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার প্রাক্তন ডিজিএইচএস প্রধান ডা. বৎসলা আগরওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (আইএএনএস): ওষুধ, অস্ত্রোপচার-সংক্রান্ত সামগ্রী এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনাকাটায় বহু কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগে দিল্লি সরকারের দুর্নীতি দমন শাখা (এসিবি) প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস) ডা. বৎসলা আগরওয়ালকে গ্রেফতার করেছে।

শনিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় তিনি ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড ছিলেন। একই মামলায় ডেপুটি কন্ট্রোলার অব অ্যাকাউন্টস নীরজ চোপড়াকেও গ্রেফতার করেছে এসিবি।

এসিবি সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিজিএইচএস-এর অধীনস্থ সেন্ট্রাল প্রোকিউরমেন্ট এজেন্সি (সিপিএ)-র মাধ্যমে কয়েকশো কোটি টাকার ওষুধ, অস্ত্রোপচার সামগ্রী এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনাকাটায় আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত চলছে। অভিযোগ, ডা. আগরওয়াল ডিজিএইচএস হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন এই ক্রয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

অন্যদিকে, আর্থিক অনুমোদন ও হিসাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন আরও কয়েকজন আধিকারিক। ভিজিল্যান্স বিভাগ ক্রয় প্রক্রিয়ায় সন্দেহজনক লেনদেন এবং নিয়মভঙ্গের বিষয়টি চিহ্নিত করার পর তদন্ত শুরু করে এসিবি। এরপর টেন্ডার প্রক্রিয়া, কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন, চুক্তি বরাদ্দ, সরবরাহ যাচাই, পরিদর্শন, অনুমোদন এবং অর্থপ্রদানের নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, ঠিক কোন পর্যায়ে অনিয়ম হয়েছে, কারা ওই চুক্তিগুলির সুবিধাভোগী এবং এই দুর্নীতিতে আরও কোনও সরকারি আধিকারিক বা বেসরকারি সংস্থা জড়িত ছিল কি না।

গত ২১ মে ডা. আগরওয়ালকে ডিজিএইচএস পদ থেকে সরিয়ে ''ওয়েটিং ফর পোস্টিং''-এ রাখা হয়। পরে তাঁকে গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালে বদলি করা হয়। পরবর্তীতে শৃঙ্খলাভঙ্গ সংক্রান্ত তদন্তের স্বার্থে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর তরনজিৎ সিং সান্ধুর নির্দেশে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়।

এসিবি সূত্রে আরও জানা গেছে, এই মামলায় এর আগে ডা. বিনোদ কুমার রাঙ্গাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তাঁর জেরার সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা ক্রয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্রের সন্ধান পান।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, গোটা ক্রয় প্রক্রিয়াটি পুনর্গঠন করে দেখা হচ্ছে, সরকারি নিয়মকানুন লঙ্ঘন করা হয়েছিল কি না এবং এর ফলে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা বেআইনি আর্থিক সুবিধা পেয়েছে কি না।

দিল্লির স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় দুর্নীতি দমন অভিযান হিসেবে এই মামলাকে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা এখনও বিপুল পরিমাণ আর্থিক ও প্রশাসনিক নথি পরীক্ষা করে দেখছেন।

বাগনানের বিজেপি কর্মী খুনে মূল অভিযুক্ত শেখ সইফুদ্দিন গ্রেফতার, এখনও পলাতক ৪০ জন

কলকাতা, ২৮ জুন (আইএএনএস): হাওড়া জেলার বাগনানের বিজেপি কর্মী প্রশান্ত দে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শেখ সইফুদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় হাওড়া জেলা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের সিআইডির যৌথ তদন্তকারী দলের হাতে এটি ১১তম গ্রেফতার।

২১ জুন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই মামলার তদন্তভার সিআইডির হাতে যায়। এফআইআরে মোট ৫১ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ১১ জন গ্রেফতার হলেও ৪০ জন এখনও পলাতক। রবিবারই শেখ সইফুদ্দিনকে হাওড়ার একটি জেলা আদালতে তোলা হবে। তদন্তের স্বার্থে তাকে সিআইডি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবেন সরকারি কেঁসুলি।

শনিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাগনানে নিহত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করার পাশাপাশি দোষীদের শাস্তির আশ্বাস দেন। এরপর তিনি বাগনান থানায় গিয়ে পুলিশ ও সিআইডি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং বাকি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ দেন।

রবিবার আগরতলায় পোলিও ড্রপ খাওয়ানো হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

বর্ষায় চোখের সংক্রমণ থেকে বাঁচবেন কোন উপায়ে

তীব্র গরমের পর মাটির সোঁদা গন্ধে মন ভরে উঠলেও বর্ষার এই মরশুম কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে আসে একগুচ্ছ সংক্রমণের ঝুঁকি। বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতা, জমা জল, দূষিত হাওয়া, ধুলোবালি এবং বৃষ্টির জল জীবাণুদের বংশবৃদ্ধির জন্য একেবারে আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। যে কারণে বাড়তে থাকে চোখের ভাইরাসঘটিত সংক্রমণ। এর উপর যদি কেউ নোংরা হাতে চোখ রগড়ান, অন্যের তোয়ালে ব্যবহার করেন বা কন্ট্যাক্ট লেন্স পরার আগে-পরে সঠিক নিয়ম না মানে, সে ক্ষেত্রে সমস্যা আরও জটিল হয়। তাই আগে থেকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

বর্ষাকালে চোখে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

১. কনজাংটিভাইটিস--- বর্ষার চেনা শত্রু হলো কনজাংটিভাইটিস। সাধারণ মানুষের কাছে যা 'চোখ ওঠা' নামে পরিচিত। ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া বা অনেক সময়ে অ্যালার্জির কারণেও এই সংক্রমণ হতে পারে। এর ফলে চোখ লাল হওয়া, জল পড়া, চুলকানি, চোখ ফুলে যাওয়া এবং চোখ থেকে চটচটে তরল বেরোনোর মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে। তাই জনবহুল এলাকায় যাওয়ার আগে সাবধানতা অবলম্বন করাই ভালো।

২. আঞ্জনী--- চোখের পাতার একদম গোড়ায় বা পলকের নীচে ছোট, লাল ও যন্ত্রণাদায়ক ফুসকুড়ি বা ফোড়ার মতো হয়। ভ্যাপসা গরমে বা বর্ষায় অতিরিক্ত ঘাম, ধুলো এবং দূষণের কারণে চোখের পাতার তৈল গ্রন্থিগুলো বন্ধ হয়ে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ ঘটায়। আঞ্জনী কখনও টিপে ফাটানোর চেষ্টা করবেন না, এতে ইনফেকশন পুরো চোখে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

৩. কেরাটাইটিস— এটি চোখের কর্নিয়া অর্থাৎ সামনের স্বচ্ছ অংশের একটি গুরুতর ইনফেকশন বা প্রদাহ। সাধারণ চোখ লাল হওয়ার চেয়ে এটি অনেক বেশি বিপজ্জনক। এর ফলে চোখে তীব্র ব্যথা, দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া, আলোর দিকে তাকাতে না পারা এবং চোখে সবসময় কিছু একটা পড়ে থাকার মতো অনুভূতি হয়। যারা কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করেন, বর্ষায় অবহেলার কারণে তাঁদের এই রোগ হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে।

৪. ফাঙ্গাল ইনফেকশন বা ছত্রাক সংক্রমণ— সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে এর থেকে চোখের স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। বর্ষার কাদা, নোংরা জল, ধুলো বা গাছের কোনও অংশ চোখে ঢুকে আঘাত লাগলেও ছত্রাক সংক্রমণ হতে পারে। এর লক্ষণ হলো অনবরত চোখ দিয়ে জল পড়া, তীব্র ব্যথা ও দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া। এই ইনফেকশনে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দোকান থেকে কিনে কোনও স্টেরয়েডযুক্ত ড্রপ ব্যবহার করলে চোখের ক্ষতি দ্বিগুণ হতে পারে।

৫. ব্লেফারাইটিস— এটি চোখের পাতার এক ধরণের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ, যা মূলত চোখের পাপড়ির গোড়ায় হয়। বর্ষার অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও ঘামের কারণে চোখের পাতায় তেল ও ব্যাক্টেরিয়া জমে এই সমস্যা বাড়ে। এর ফলে চোখে জ্বালাপোড়া, চুলকানি, চোখের পাতা আঠালো হয়ে যাওয়া এবং চোখের পাতা থেকে খুশকির মতো খোলস ওঠার মতো সমস্যা দেখা দেয়।

টমেটোভর্তা আর আত্মগ্লানির গল্প

তখন স্কুলে পড়ি। জ্বর হয়েছিল খুব। সে সময় জ্বর হলে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে থাকতে হতো, নো গোসল, নো ভাত (কী আশ্চর্য, উল্টে গেছে চিকিৎসা। জ্বর বেশি হলে এখন সোজা স্নানঘরে নিয়ে ঝরনার নিচে দাঁড় করিয়ে দেয়, উঠে গেছে ভাতের নিষেধাজ্ঞা)। জীবনে জ্বরও কম হয়নি, আর ভাত তো ৩৬৫ দিনই খাই। তবু ভুলিনি সেদিনের কথা।

তিন—চার দিনের জ্বরে কাবু। এর মধ্যে শুধু পাউরুটি, স্যুপ, হরলিকস...কাঁহাতক সহ্য হয়? দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমিয়েছে। কেউ কেউ বাসার বাইরে, কাজে কিংবা ক্লাসে। আমারও জ্বর একটু কম। ভাতের জন্য মন আনচান।

চুপি চুপি বিছানা থেকে উঠলাম। নিজের বাড়িতে চোরের মতো পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। ঢাকার আসাদ গেটের নিউ কলোনির ছোট্ট ডুপ্লেক্স বাসার রান্নাঘরটা ছিল নিচতলায়। গিয়ে দেখি, ভাতের হাঁড়িতে তখনো উষ্ণ ভাত।পাশেই বাটিতে ঢাকনা দেওয়া টসটসে টমেটোর ভর্তা। আমি জানি এই ভর্তার রেসিপি। পাকা টমেটোগুলো টুকরা টুকরা করে লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হয়। তারপর কাঁচা মরিচকুচি, পেঁয়াজকুচি, সামান্য লবণ (আগে যেহেতু লবণ দেওয়া হয়েছে, তাই স্বাদ বুঝে) দিয়ে মেখে নিতে হয়। অল্প একটু শর্ষের তেল ছড়িয়ে শেষে আরেকবার মেখে নেওয়া। ওরে স্বাদ! আর জ্বরমুখে আমার মনে হচ্ছিল, এই খাবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাবার।

চুপি চুপি এদিক—ওদিক তাকিয়ে কয়েক লোকমা খেয়ে ফেললাম। চিবিয়ে খাওয়ার সময় নাই রে ভাই, কে কোথা থেকে দেখে ফেলে; বলা যায়, টপাটপ গিলেই ফেললাম। আহশান্তি। ঝটপট বাসন—চামচ ধুয়ে, যেখানকার ঢাকনা সেখানে দিয়ে অকুস্থলে অপরাধের কোনো চিহ্ন না রেখে ফিরে এলাম বিছানায়। কেউ কিছু বুঝল না, কিন্তু সন্ধ্যার পর আবার থার্মোমিটারের পারদ উঠে গেল। জ্বরে কাবু আমি কম্বলের ভেতর থেকে শুনি, মা—খালারা বলাবলি করছেন, 'জ্বরটা তো নেমে গিয়েছিল, আবার যে কেন উঠল!' আমি মনে মনে নিজেকে বলি, লুকিয়ে টমেটোভর্তা দিয়ে ভাত খাওয়ার ফল, আত্মগ্লানিতে মরে যাই। যদিও অনেক পরে জেনেছি, ভাত খাওয়ার সঙ্গে জ্বরের সম্পর্ক হয়তো ছিল না, বেচারা টমেটোভর্তাও ছিল নির্দোষ। জীবনে বহুবার টমেটোভর্তা খেয়েছি। কিন্তু আজও মনে আছে সেই নির্জন দুপুরের কথা। সাধারণ রন্ধনপ্রণালির অসাধারণ স্বাদের কথা।

দুই

স্কুলজীবনে গরমের ছুটিতে বা ঈদের ছুটিতে দাদুর বাড়ি বেড়াতে গেলে সকালে একটা নাশতা খেতাম। ছোট ছোট গোল আলু দিয়ে বাচ্চা মুরগির ঝোল, সঙ্গে গরম—গরম ছিটা রুটি। নরসিংদী অঞ্চলের জনপ্রিয় নাশতা।

যাটোর্ধ জীবনে কত ধরনের নাশতা খেয়েছি। বাড়িতে তৈরি প্রতিদিনের আলুভাজা, হাতের রুটি থেকে শুরু করে ছুটির দিনের বউ খুদ, শুঁটকিভর্তা কিংবা ল্যাটকা খিচুড়ি আর ডিমভাজা হয়ে পাঁচ তারকা হোটেলের বুফে ব্রেকফাস্ট। কিন্তু ছিটা রুটি আর মুরগির পাতলা ঝোল স্মৃতির পাতায় তার গৌরব একই আসনে ধরে রেখেছে। দারুণ! এখনো মনে আছে, খেত থেকে তুলে আনা ছোট ছোট লাল আলুগুলো সেদ্ধ করে ছাল ছাড়িয়ে রাখা হতো। পালা মুরগি থেকেই একটা ছোট মুরগি কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে অল্প তেল---মসলা দিয়ে ঝোল করা হতো। যোগ হতো সেই লাল আলু। ঘুলঘুলিতে বাসা বাঁধা কবুতরের বাক---বাকুম শুনতে শুনতে ঘুম থেকে উঠেই দেখতাম, দাদুর নির্দেশে মুরগির ঝোল তৈরি। কিন্তু না, ছিটা রুটির দেখা নাই। চালের গুঁড়া, মাটির চুলা, নারকেলের আইচার ডাবুর (একধরনের চামচ), কলাগাছের অংশ দিয়ে তৈরি ব্রাশ, কড়াইসব সরঞ্জাম তৈরি।

সবাই খেতে বসার পর ছিটা রুটি তৈরি হতো গরম---গরম। লবণ---পানি---চালের গুঁড়ার মিশ্রণকে ডাবুর দিয়ে মিশিয়ে নেওয়া হতো। কড়াইতে কলাগাছের ব্রাশ দিয়ে নামমাত্র তেল মাখিয়ে হাত দিয়ে ছিটিয়ে চালের মিশ্রণ দেওয়া হতো। তারপর রুটির পিঠ উল্টিয়ে গরম---গরম পরিবেশন। রীতিমতো লাইভ কিচেন। রুটির চেহারা অনেকটা জালির মতো। টলটলা ঝোলে ডুবিয়ে যাঁরা এই রুটি খেয়েছেন, তাঁরাই জানেন এর কী অপূর্ব স্বাদ!

জীবনে কত খাবার খেয়েছি, খাচ্ছি। কিন্তু লিখতে গিয়ে জ্বরমুখে টমেটোভর্তা আর লাইভ কিচেনের ছিটা রুটি কেন জয়যুক্ত হলো, তার উত্তর মনোবিজ্ঞানীরাই দিতে পারবেন বোধ হয়!

ইলিশের পিৎজার রেসিপি

উপকরণ--- ময়দা ২ কাপ, ইনস্ট্যান্ট ইস্ট ১ চা---চামচ, চিনি ১ চা---চামচ, লবণ সামান্য, তেল ২ টেবিল চামচ, কুসুম গরম জল প্রয়োজনমতো।

প্রণালি— খামিরের জন্য ময়দার সঙ্গে চিনি, লবণ ও ইস্ট মিশিয়ে নিন।

অল্প অল্প গরম জল দিয়ে নরম ডো তৈরি করুন। শেষে তেল মেখে ডো-টি গরম কোনো জায়গায় ১-২ ঘণ্টা ঢেকে রাখুন। এতে ডো ফুলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ফুলে ওঠা ডো-টি হাত দিয়ে চেপে বাতাস বের করে গোল রুটির মতো বেলে নিন।

পুরের উপকরণ--- ইলিশ মাছ ভেজে কাঁটা বাছা ১ কাপ, আদা-রসুনবাটা ১ চা---চামচ, সয়া সস ১ চা---চামচ, গোলমরিচ ও লবণ সামান্য।

প্রণালি--- উপকরণগুলো একসঙ্গে চুলায় হালকা ভেজে নামিয়ে নিন। টপিং ও সাজানোর উপকরণ ইলিশ মাছ দিয়ে তৈরি পিৎজাছবি: সুমন ইউসুফ--- পিৎজা সস ১ টেবিল চামচ, টমেটো সস ১ টেবিল চামচ, মোজারেলা চিজ ১ কাপ, ক্যাপসিকাম কিউব আধা কাপ, পেঁয়াজ কিউব আধা কাপ, অরিগানো সামান্য।

মূল প্রণালি একটি প্যান বা বেকিং ট্রেতে সামান্য তেল মেখে রুটিটি বসান। রুটির ওপর কাঁটা চামচ দিয়ে ছোট ছোট ছিদ্র করে নিন। রুটির ওপর প্রথমে পিৎজা সস বা টমেটো সস মাখিয়ে নিন। এরপর মোজারেলা চিজ, ইলিশ কিমা, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ কিউব এবং সামান্য অরিগানো ছড়িয়ে দিন। শেষে ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রিহিট করা ওভেনে ১০-১৫ মিনিট বেক করুন।

হাঁটু প্রতিস্থাপনের সুবিধা ও ঝুঁকিগুলো কি কি

হাঁটুতে দীর্ঘদিনের ব্যথা, ফোলা ও চলাফেরায় কষ্টের কারণ সাধারণত অস্টিওআর্থাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থাইটিস, হাড়ের বিকৃতি বা কোনো দুর্ঘটনাজনিত আঘাতছবি: পেক্সেলস

হাঁটুতে দীর্ঘদিনের ব্যথা, ফোলা ও চলাফেরায় কষ্টের কারণ সাধারণত অস্টিওআর্থাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থাইটিস, হাড়ের বিকৃতি বা কোনো দুর্ঘটনাজনিত আঘাত।

প্রাথমিকভাবে ওষুধ, ব্যায়াম ও ফিজিওথেরাপিতে উপকার না হলে হাঁটু প্রতিস্থাপনে অস্ত্রোপচার (সার্জারি) প্রয়োজন হতে পারে। হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারিতে ক্ষতিগ্রস্ত হাঁটুর অংশ অপসারণ করে সেখানে কৃত্রিম সংযোগ বা ইমপ্ল্যান্ট বসানো হয়।

বর্তমানে এটি বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সফল ও বহুল প্রচলিত একটি অস্ত্রোপচার।

কখন অস্ত্রোপচার দরকার হতে পারে

হাঁটুতে তীব্র ব্যথা ও ফুলে গেলে। হাঁটা, বসা বা সিঁড়ি ওঠা—নামায় সমস্যা হলে। ওষুধ বা ফিজিওথেরাপিতে উপকার না পেলে। অথবা হাঁটু বেঁকে বা শক্ত হয়ে গেলে।

হাঁটু প্রতিস্থাপনে সুবিধা

ব্যথা অনেক কমে যায়। স্বাভাবিক চলাফেরা সহজ হয়। দৈনন্দিন কাজ করার সক্ষমতা বাড়ে। অধিকাংশ রোগী স্বাভাবিক ও সক্রিয় জীবনে ফিরে যেতে পারেন। কত দিন ভালো থাকা যায় আধুনিক হাঁটু প্রতিস্থাপনের ইমপ্ল্যান্ট সাধারণত ১৫ থেকে ২০ বছরের বেশি সময় কার্যকর থাকে। হাঁটু প্রতিস্থাপন আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম সফল অস্ত্রোপচার হিসেবে বিবেচিত। গবেষণায় দেখা গেছে, ৯৫-৯৮ শতাংশ রোগী অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘদিন ব্যথামুক্ত ও স্বাভাবিক চলাফেরায় সক্ষম হন। হাঁটু প্রতিস্থাপনের এক দিন পরেই রোগী সম্পূর্ণ ভর দিয়ে হাঁটাচলা শুরু করেন।

বাংলাদেশে এখন সফলতার সঙ্গে হাঁটু প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে।

সম্ভাব্য কিছু ঝুঁকি যেকোনো অস্ত্রোপচার—পদ্ধতির মতো হাঁটু প্রতিস্থাপনেও কিছু ঝুঁকি আছে। যেমন

অ্যানেসথেসিয়ার সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকি: গভীর শিরা—রক্তনালিতে বা পায়ের শিরায় রক্ত জমাট বাঁধা। কখনো কখনো এই জমাট রক্তগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে ফুসফুসে যেতে পারে। এর ফলে একটি মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়, যার নাম 'পালমোনারি এম্বোলিজম'।

অস্ত্রোপচারের জায়গায় বা জয়েন্টের মধ্যে সংক্রমণ: ইমপ্লান্টের চারপাশের হাড়ে ফ্র্যাকচার (ফাটল) হতে পারে। হাঁটুর ক্যাপের স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে অথবা কাছাকাছি থাকা লিগামেন্ট (অস্থিবন্ধনী), স্নায়ু ইত্যাদির কিছু ক্ষতি হতে পারে।

বৃষ্টি থামার শেষে !

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টি সৃষ্টির অপর এক রূপ। বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ সবুজায়ন ফিরে পায়। বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই আগামীর বীজ বপন হয়। বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে চাষে সুদিন ফেরে, গ্রাম বাংলার মানুষেরা লক্ষ্মী লাভের পথ দেখেন। বিপরীতে এই বৃষ্টির ফলে শহরের বাসিন্দারা আবার নৌকা বিহারে অভিসারে যান। বৃষ্টি রোমান্টিসিজমের এক দিশা, আসল বৃষ্টির অভাব হলে অনেক সময় সিনেমায় কৃত্রিম বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কপোত-কপোতীর চাহনি দেখানো হয়, ডাহুকের ডাক, ব্যাঙের চিৎকার, সাপের শঙ্খ লাগা, টুপি মাথায় দিয়ে কৃষক রমণীর কাস্তে হাতে ফসল কাটার তোড়জোড় সবই বলতে গেলে দৃশ্যমান।

বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ তা প্রায় কয়েক কোটি টাকার প্রশ্ন ?

এখন মানুষের মনে হতে পারে যে বৃষ্টি হলেও বিপদ আবার না হলেও বিপদ। বর্ষাকাল বলতে মূলত আমরা বুঝি, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসকে। কিন্তু বর্তমানে গ্লোবালাইজেশন, প্রকৃতির খামখেয়ালীর জেরে বর্ষা এসে দাঁড়িয়েছে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ। আবারও ঘনঘোর মেঘের মধ্যে দিয়ে বৃষ্টি বলতে বোঝায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত গানের উক্তি, 'নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে। ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে' নীল আকাশে ময়ূরের পেখম তুলে নিত্য, বাহারি কদমের সুগন্ধ, গাছেদের মাঝে প্রকৃতির অপরূপ সাজে সেজে ওঠা, স্কুল ফেরত কাদা ভরা মাঠে ফুটবলের গোল, বর্ষার দুপুরে খিচুড়ি বেগুন ভাজা সহ লাঞ্চ, রেডিওতে গজল সবই যেন অনবদ্য। নদীর একূল ভাঙলে অপর কূল গড়ে এ তো চিরাচরিত পন্থা। ভরা বর্ষায় নদীও তার নবযৌবনে ফিরে যায়। পালতোলা নৌকায় নদীর এপার ওপার করা আর ঠুমরী গানের সঙ্গে কবিতায় আঁকি-বুকি। অন্যদিকে, যতদূর চোখ ভেসে যায় ততদূর শুধু বর্ষার মেঘ সরে গিয়ে বৃষ্টি থামার অপেক্ষায়। কোনও এক বৃষ্টির দুপুরে ফেলে আসা প্রেমিকার রূপ রোমন্থন, বর্ষার বৃষ্টিতে একসঙ্গে পথ চলার শপথ, প্রেমিক কবির ঝমঝমে বৃষ্টিতে দু-চার লাইন পদ্য সৃষ্টি করা। আকাশে ঘনঘোর

মেঘের ফাঁকে এক চিলতে সূর্যের উঁকিঝুঁকি। এখন বৃষ্টি থামার শেষে মাঝির নৌকাতে জ্বাল গোটানোর পালা।

শিশুর জ্বরে কখন ও কীভাবে প্যারাসিটামল খেতে দেবেন

ডা. মানিক মজুমদার

শিশুর শরীর সামান্য গরম মনে হলেই অনেক মা-বাবা উদ্বিগ্ন হন। তাড়াহুড়ো করে প্যারাসিটামল খাওয়ানো শুরু করেন। অনেক সময় তাপমাত্রা না মেপেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় এবং শিশুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। প্রথমেই জানা জরুরি শিশুকে কখন প্যারাসিটামল দেওয়া উচিত।

কখন শুরু করবেন প্যারাসিটামল শরীরের তাপমাত্রা ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার বেশি হলেই প্যারাসিটামল প্রয়োজন হয়। এর মাত্রা নির্ধারিত হয় শিশুর ওজনের ভিত্তিতে, বয়সের ভিত্তিতে নয়। সাধারণ হিসাব প্রতি কেজি ওজনের জন্য প্রায় ১৫ মিলিগ্রাম। উদাহরণ দেওয়া যাক তাহলে। প্রায় ৮ কেজি ওজনের একটি শিশুর জন্য সিরাপের পরিমাণ এক চা-চামচ অথবা পাঁচ মিলিলিটার আর ১৬ কেজি ওজনের শিশুর জন্য তা দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই চা-চামচ। এই সিরাপ প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়। দিনে সর্বোচ্চ চারবার। যদি জ্বর ১০২ ডিগ্রি বা তার বেশি হয় ও শিশু সিরাপ খাওয়ার অবস্থায় না থাকে, তখন ওজন অনুযায়ী পায়ুপথে সাপোজিটরি দিতে পারেন আট ঘণ্টা অন্তর এক দিনে সর্বোচ্চ তিনবার। প্যারাসিটামল কতটা নিরাপদ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান না মেনে বা অতিরিক্ত মাত্রায় প্যারাসিটামল দিলে শিশুর লিভার ও কিডনির ক্ষতি হতে পারে। শিশুর শরীরে র‍্যাশ, ফুসকুড়ি, মুখ অথবা ঠোঁট ফুলে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, অতিরিক্ত ঘুম, খিঁচুনি বা জন্ডিসও হতে পারে। তাই এই ওষুধকে নিরাপদ মনে করে নিজের ইচ্ছামতো বারবার প্রয়োগ করাটা মোটেও উচিত নয়।

অ্যান্টিবায়োটিক কি জরুরি--- আরেকটি বিষয়ে অভিভাবকদের মধ্যে বিভ্রান্তি থাকে, তা হলো জ্বরের সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিকের সম্পর্ক। শিশুর জ্বর হলেই অনেক মা-বাবা মনে করেন, দ্রুত অ্যান্টিবায়োটিক দিলেই সমস্যা মিটবে। বাস্তবতা হলো, শিশুদের অধিকাংশ জ্বরের কারণ ভাইরাসজনিত, যেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের ভূমিকা নেই। জ্বর এলে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়া, জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি অংশ। অপ্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলে তা শুধু শিশুর শরীরের উপকারী জীবাণুর ভারসাম্য নষ্ট করে না, ভবিষ্যতে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স অথবা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করার ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়। এতে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনের সময় চিকিৎসা কঠিন করে তোলে।

শিশুর জ্বর হলে কী করবেন--- শিশুর জ্বর হলে প্রথমেই তাপমাত্রা মেপে দেখুন। প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় প্যারাসিটামল দিন। নিজে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক দেবেন না। জ্বর তিন দিনের বেশি থাকলে অথবা শিশুর অস্বাভাবিক দুর্বলতা, খিঁচুনি বা শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমা রোধে কী খাবেন

ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হলে লিভারের কোষগুলোতে অতিরিক্ত চর্বি জমে। সাধারণত লিভারে (যকৃৎ) কিছু পরিমাণ চর্বি থাকে। কিন্তু যখন চর্বির পরিমাণ বেড়ে লিভারের ওজনের ৫-১০ শতাংশের বেশি হয়ে যায়, তখন এটিকে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হিসেবে ধরা হয়। লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমার ফলে প্রদাহ, সিরোসিস বা লিভার ফেইলিউরের মতো সমস্যা হতে পারে।

ফ্যাটি লিভারের দুটি শ্রেণিবিভাগ

অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ: অ্যালকোহল পানের কারণে যদি ফ্যাটি লিভার হয়, তবে দ্রুত এটি পান বন্ধ করা উচিত। অন্যথায় তা সিরোসিস বা লিভার ক্যানসারে পরিণত হতে পারে।

নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ: এটি প্রধানত বিপাকীয় ব্যাধির কারণে হয়। এর কারণ অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণ, স্থূলতা, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

খাদ্যতালিকা— জটিল কার্বোহাইড্রেট, সুষম চর্বি নির্বাচন ও পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু ফ্যাটি লিভার রোগে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স একটি বড় সমস্যা, তাই পরিশোধিত শ্বেতসার বা সাদা শর্করা এবং চিনি গ্রহণ কমালে লিভারে চর্বি উৎপাদন কমে। খাদ্যতালিকায় বেশি শাকসবজি, শিম, ডাল, গোটা ফল, বাদাম, বিভিন্ন বীজ, মাছ, জলপাই তেল বা যেকোনো তেল পরিমিত খাওয়া লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে।

ফ্যাটি লিভার রোধে উপকারী কিছু খাবার হলুদ: এটি শুধু মসলাই নয়, এটি চর্বি হজমপ্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে ও লিভারে চর্বি জমা কমায়। লেবু: লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে; যা একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি লিভারকে গ্লুটাথিওন উৎপাদনে সাহায্য করে, যা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। লেবুতে নারিঞ্জেনিন নামক একটি যৌগ রয়েছে, যা লিভারের প্রদাহ কমায়। গ্রিন টি: গ্রিন টি মস্তিষ্কের কার্যকারিতাবাড়ায়, হজমশক্তি উন্নত করে, ব্যাকটেরিয়া দূর করে, চর্বি বিপাক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। পেঁপে: পেঁপের ফল ও বীজে চর্বি পোড়ানোর চমৎকার গুণ রয়েছে, যা ফ্যাটি লিভারের জন্য উপকারী। লিন প্রোটিন: প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার, যেমন চর্বিহীন মুরগি, মাছ, সামুদ্রিক খাবার, ডিম, সয়া পণ্য ও ডাল স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে সহায়ক। দুগ্ধজাত খাবার: ফ্যাটি লিভার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় কম চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত পণ্য, যেমন স্কিম মিল্ক, লো-ফ্যাট দই ও পনির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

ভারতে ১২টি সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন প্রকল্পে অনুমোদন, সম্ভাব্য বিনিয়োগ ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (আইএএনএস): ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন-এর আওতায় মোট ১২টি সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এই প্রকল্পগুলিতে সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা বলে জানানো হয়েছে সরকারি তথ্যপত্রে।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে একটি সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব্রিকেশন ইউনিট, দুটি কম্পাউন্ড সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব্রিকেশন ইউনিট এবং নয়টি চিপ প্যাকেজিং ইউনিট।

সরকার জানিয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০-এর মাধ্যমে চিপ উৎপাদনে দেশের প্রতিশ্রুতি আরও জোরদার করা হয়েছে। এই পর্যায়ে সেমিকন্ডাক্টর সরঞ্জাম, উপকরণ, দেশীয় মেধাস্বত্ব (আইপি) এবং শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ডিজাইন ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ডিজাইন লিঙ্কড ইনসেনটিভ স্কিম-এর আওতায় ২৪টি প্রকল্পকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১০৫টি সংস্থাকে উন্নত চিপ ডিজাইন টুল ব্যবহার করতে সহায়তা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ফাউন্ড্রিতে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নোড-সহ, ২৩টি ডিজাইন টেপ-আউট সম্পন্ন হয়েছে। এর মাধ্যমে সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইনে ভারতের সক্ষমতা আরও শক্তিশালী হয়েছে।

এদিকে, ১০,৩৭২ কোটিরও বেশি টাকার বরাদ্দ নিয়ে চালু হওয়া ইন্ডিয়াএআই মিশন গত এক বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।

এই মিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে ৪৫,০০০-এরও বেশি জিপিইউ নিয়ে একটি যৌথ কম্পিউটিং পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যা দেশজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণা ও প্রয়োগের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

এআই ফাউন্ডেশন মডেল উদ্যোগের আওতায় বক্তব্য, লেখা এবং ভিশন প্রযুক্তিভিত্তিক মোট ১৫টি বড় ও ছোট ভাষা মডেল তৈরিতে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এআই কোশ প্ল্যাটফর্মে বর্তমানে ১২,৫১৯টিরও বেশি ডেটাসেট, ৩০৭টি এআই মডেল এবং ২০টি টুলকিট রয়েছে, যা গবেষক, স্টার্টআপ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ, হ্যাকাথন এবং নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে ১২টি ক্ষেত্রে ২০টি এআই-ভিত্তিক সমাধান ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

মহানগরের বাইরে এআই সক্ষমতা বাড়াতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরে ২৭টি ডেটা ও এআই ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ৬৮৪ জন ছাত্রছাত্রীকে ফেলোশিপ দেওয়া হয়েছে এবং যুবা এআই কোর্সের মাধ্যমে ৮৪ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

দেশজুড়ে ১৮টি সেন্টার অব এক্সেলেন্স গড়ে তোলা হয়েছে এবং ২০টি ভারতীয় এআই স্টার্টআপকে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হয়েছে।

২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত এআই গভর্ন্যান্স গাইডলাইন নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্গীকারের প্রতিফলন বলে জানিয়েছে সরকার।

সরকারের মতে, এআই এবং সেমিকন্ডাক্টর খাতে বিনিয়োগের সময় ইতিমধ্যেই ভারতের ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন শিল্পে বড় পরিবর্তন আনছে।

বর্তমানে দেশের ইলেকট্রনিক্স শিল্পের বাজারমূল্য প্রায় ১৩ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে এবং ইলেকট্রনিক্স ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাতে পরিণত হয়েছে, যা এক দশক আগে কল্পনাতীত ছিল।

এছাড়া ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী দেশ। এআই-সক্ষম ডেটা সেন্টারের উপাদান, ৫জি সরঞ্জাম এবং উচ্চমানের নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতি তৈরির উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা ভারতের বৈশ্বিক প্রযুক্তি সরবরাহ শৃঙ্খলে অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করছে এবং দেশে বৃহৎ পরিসরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে।

রবিবার আগরতলা মেয়র দীপক মজুমদারের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে সূচনা করা হয়।

ভারত মহাসাগরকে ‘সুযোগের মহাসাগর’ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই: সেশেলসে প্রধানমন্ত্রী মোদী

ভিক্টোরিয়া, ২৮ জুন (আইএএনএস): ভারত মহাসাগরকে ‘সুযোগের মহাসাগর’ হিসেবে গড়ে তোলাই ভারতের লক্ষ্য বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সেশেলসের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হারমিনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে এই মন্তব্য করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আমরা বিশ্বাস করি, ভারত মহাসাগর আমাদের সবার যৌথ আবাস। এর নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব এবং সমৃদ্ধি আমাদের সকলের যৌথ দায়িত্ব। এই ভাবনাই আমাদের ‘মহাসাগর’ ভাবনার ভিত্তি।”

তিনি বলেন, ভারত চায় ভারত মহাসাগর সামুদ্রিক নিরাপত্তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিরও পথপ্রদর্শক হয়ে উঠুক।

মোদী বলেন, “আমার এই সেশেলস সফরের বার্তা স্পষ্টভারত এমন একটি ভারত মহাসাগর চায়, যেখানে সামুদ্রিক নিরাপত্তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নতিও ঘটবে। যেখানে অংশীদারিত্ব পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, আকারের ভিত্তিতে নয়। আমরা শুধু ভৌগোলিকভাবে কাছাকাছি নয়, একসঙ্গে এগিয়ে যেতে চাই। আমাদের লক্ষ্য ভারত মহাসাগরকে ‘সুযোগের মহাসাগর’-এ পরিণত করা।”

সেশেলসের প্রেসিডেন্টের উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘গার্ডিয়ান অব দ্য ব্লু হরাইজন’ সম্মানে ভূষিত হওয়া তাঁর এবং ১৪০ কোটি ভারতীয়ের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

তিনি বলেন, “আমি এই সম্মান জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণকে কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করা সমস্ত দেশের উদ্দেশে উৎসর্গ করছি।”

মোদী উল্লেখ করেন, সেশেলসের স্বাধীনতার ৫০ বছর এবং ভারত-সেশেলস কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তির ঐতিহাসিক মুহূর্তে তাঁর এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তিনি বলেন, “গত পাঁচ দশকে আমাদের বন্ধুত্ব বিশ্বাসে, বিশ্বাস সহযোগিতায় এবং সহযোগিতা জনকল্যাণে রূপান্তরিত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারত মহাসাগর ভারত ও সেশেলসের সম্পর্ককে লালন করেছে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও জনগণের যোগাযোগকে শক্তিশালী করেছে।”

প্রধানমন্ত্রী জানান, দুই দেশ ভবিষ্যতেও শিল্পক্ষেত্রে নতুন সহযোগিতার সুযোগ খুঁজবে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করার উদ্যোগ নেবে। এর ফলে শুধু দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যই নয়, পূর্ব আফ্রিকা ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কও আরও সুদৃঢ় হবে।

এছাড়াও, ডিজিটাল প্রযুক্তিকে দুই দেশের দূরত্ব কমানোর কার্যকর মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করে মোদী বলেন, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে ভারতের সফল অভিজ্ঞতা সেশেলসের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে।

ভারত-সেশেলস সম্পর্কের কেন্দ্রে ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা, জলদস্যুতা ও মাদক পাচার রুখতে যৌথ অঙ্গীকার: প্রেসিডেন্ট হারমিনি

ভিক্টোরিয়া, ২৮ জুন (আইএএনএস): ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তাই ভারত-সেশেলস সম্পর্কের অন্যতম প্রধান ভিত্তি বলে জানালেন সেশেলসের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হারমিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর রবিবার যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, জলদস্যুতা, মাদক পাচার, অবৈধ মাছ ধরা এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনে দুই দেশ যৌথভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

প্রেসিডেন্ট হারমিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা ছিল “সর্বাঙ্গীণ ও ভবিষ্যতমুখী”, যা দুই দেশের গভীর বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক আস্থার প্রতিফলন।

তিনি জানান, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং একটি স্থিতিশীল, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল গড়ে তোলার অভিন্ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারত ও সেশেলস তাদের অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হারমিনি বলেন, চলতি বছরের শুরুতে গৃহীত যৌথ ভিশন ফর সাসটেইনেবিলিটি, ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সিকিউরিটি থ্রু এনহ্যান্সড লিঙ্কেজেস-এর বাস্তবায়ন নিয়ে বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কাঠামো দুই দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার কৌশলগত দিশা নির্ধারণ করবে বলেও তিনি জানান।

তিনি বলেন, ভারতের সহায়তায় বিদেশ পরিষেবা, ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং, স্বাস্থ্য, কৃষি, সমুদ্রতল গবেষণা, প্রত্যর্পণ, মহাকাশ গবেষণা এবং সেশেলসে একটি নতুন জাতীয় হাসপাতাল নির্মাণ-সহ একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করতে বিভিন্ন আইনি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট হারমিনি বলেন, “সামুদ্রিক প্রতিবেশী হিসেবে ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা আমাদের সম্পর্কের কেন্দ্রে রয়েছে। ভারতের ‘মহাসাগর’ ভাবনায় সেশেলসের বিশেষ স্থান রয়েছে। জলদস্যুতা, মাদক পাচার, অবৈধ মাছ ধরা এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ রুখতে আমরা একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি।”

তিনি আরও জানান, সামুদ্রিক নজরদারি, হাইড্রোগ্রাফি এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতের সহায়তার জন্য সেশেলস কৃতজ্ঞ। এর মধ্যে রয়েছে পিএস জোরোয়াস্টার জাহাজের সংস্কার এবং সেশেলস কোস্ট গার্ডকে ভারতের তৈরি দ্রুতগামী টহলদারি জাহাজ পিএস লেসপোয়ার উপহার দেওয়া।

হারমিনি জানান, ভারতের ঘোষিত ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলারের বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজ নিয়েও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের ভারতীয় মুদ্রায় ঋণসুবিধা এবং ৫ কোটি ডলারের অনুদান রয়েছে। এই অর্থ সামাজিক আবাসন, পরিবহণ, কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে ব্যয় করা হবে। তনি বলেন, এই বৈঠক ভারত-সেশেলস সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করেছে। দুই দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে এবং যৌথ প্রতিশ্রুতিগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হারমিনি জানান, ভারতের সহায়তায় নির্মিত প্রফেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন সেন্টার-এর উদ্বোধন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পাশাপাশি, ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স-এর আওতায় তিনটি সৌরচালিত জল পাম্পিং ব্যবস্থা উদ্বোধনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের সহযোগিতারও প্রশংসা করেন তিনি। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ‘গার্ডিয়ান অব দ্য ব্লু হরাইজন’ সম্মানে ভূষিত করার প্রসঙ্গে হারমিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন, নীল অর্থনীতি এবং মহাসাগর পরিচালনায় অসাধারণ নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়েছে। এটি সেশেলস প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মান।

গুনায় ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমির উদ্বোধন, ৪৩ কোটি টাকার কুনো নদী পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের সূচনা করলেন সিন্ধিয়া

গুনা, ২৮ জুন (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় যোগাযোগ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মধ্যপ্রদেশের গুনায় ‘জিতো ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমি’-র উদ্বোধন করলেন। স্থানীয় ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং এলাকার যুবকদের পেশাদার প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অ্যাকাডেমির উদ্বোধনের পর সিন্ধিয়া কিছুক্ষণ শিশুদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টনও খেলেন। এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী-কুসুম প্রকল্পের আওতায় রুঠিয়াইয়ে নির্মিত ৪.৫ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি, পাতাই গ্রামের প্রাচীন রাম-জানকি মন্দিরের সংস্কারের জন্য ভূমিপুজোও সম্পন্ন করেন।

গুনা রেলস্টেশন থেকে বিনা-গুনা-ইন্দোর মেমু ট্রেন পরিষেবা-রও সূচনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এর ফলে ওই অঞ্চলের রেল যোগাযোগ আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তিন দিনের গুনা সফরে সিন্ধিয়া সাধারণ মানুষের অভিযোগও শোনেন। সার্কিট হাউসে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ করেন তিনি।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘এক পেড় মা কে নাম’ অভিযানের অংশ হিসেবে কুনো নদীর উৎসস্থল কানজা গ্রামে ৭০০টি চারা গাছ রোপণ করেন তিনি।

এর আগে, ৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘কুনো নদী পুনরুজ্জীবন প্রকল্প’-এরও সূচনা করেন সিন্ধিয়া। জল গঙ্গা সংবর্ধন অভিযান-এর জেলা-স্তরের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, “পৃথিবী এবং প্রকৃতিই মানবজাতির অস্তিত্বের একমাত্র ভরসা।” প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর উদ্যোগে পরিবেশ রক্ষায় দেশজুড়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি জানান, কুনো নদীর উৎসস্থলে ইতিমধ্যেই ১,৭০০টিরও বেশি চারা গাছ লাগানো হয়েছে এবং মোট ২,৫০০টি গাছ লাগানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, শনিবারও সিন্ধিয়া রুঠিয়াইয়ের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং পাতাই গ্রামের প্রাচীন রাম-জানকি মন্দিরের সংস্কারের ভূমিপুজোয় অংশ নিয়েছিলেন। উন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহ্য সংরক্ষণেও জোর দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

অসমের ‘হাড়গিলা আর্মি’-র ভূয়সী প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর, কুসংস্কার ভেঙে সংরক্ষণের অনন্য দৃষ্টান্ত

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (আইএএনএস): অসমের মহিলাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ‘হাড়গিলা আর্মি’-র ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’-এ তিনি বলেন, এই উদ্যোগ দেখিয়েছে কীভাবে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা এবং জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে বহুদিনের কুসংস্কারকে সফল সংরক্ষণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, হাজার হাজার বছর ধরে মানবসমাজে কুসংস্কারের অস্তিত্ব রয়েছে। এটি মানুষের মনে ভয় সৃষ্টি করে এবং সেই ভয় মানুষকে সত্য ও যুক্তি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

তিনি বলেন, “কুসংস্কার শুধু ভুল ধারণা নয়, এটি মানুষের মনে ভয় তৈরি করে। যখন ভয় মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন মানুষ সত্যকে দেখতে পারে না এবং যুক্তি বা তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে অন্ধবিশ্বাসে আস্থা রাখে।”

তবে বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং যুক্তির মাধ্যমে অনেক মানুষ এই ধরনের বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করছেন বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, কুসংস্কার থেকে সচেতনতায় পৌঁছনোর পথ কঠিন হলেও তা সম্ভব।

অসমের বিপন্নপ্রায় গ্রেটার অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক, যা স্থানীয়ভাবে ‘হাড়গিলা’ নামে পরিচিত, তার উদাহরণ তুলে ধরে মোদী বলেন, পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে এই পাখির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তিনি জানান, পরিবেশগত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও অসমের কিছু এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এই পাখিটিকে অশুভ বলে মনে করা হত। ফলে অনেক সময় মানুষ হাড়গিলার বাসা থাকা গাছও কেটে ফেলত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, “যে পাখি পরিবেশকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে, সেই পাখিই কুসংস্কার ও ভয়ের শিকার হয়েছিল।”

এই পরিস্থিতি বদলাতে সংরক্ষণ জীববিজ্ঞানী পূর্ণিমা দেবী বর্মন-এর ভূমিকার বিশেষ প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, পূর্ণিমা দেবী স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে হাড়গিলার বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বোঝান এবং ধীরে ধীরে একটি জনভিত্তিক সংরক্ষণ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

আমদাবাদ বিমানবন্দরে ১১ কোটি টাকার হাইড্রোপনিক গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার ব্যাংককফেরত যাত্রী

আমদাবাদ, ২৮ জুন (আইএএনএস): গুজরাটের আমদাবাদের সর্দার বল্লভভাই পটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ব্যাংকক থেকে আসা এক যাত্রীর কাছ থেকে প্রায় ১১ কোটি টাকা মূল্যের ১০.৯১ কেজি হাইড্রোপনিক গাঁজা উদ্ধার করেছে শুল্ক দফতর। রবিবার এই তথ্য জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, থাই এয়ারওয়েজের টিজি-৩৪৩ উড়ানে ব্যাংকক থেকে আমদাবাদে পৌঁছন ওই যাত্রী গুজরাটের জুনাগড় জেলার মাঙ্গরোল এলাকার বাসিন্দা।

চেক-ইন লাগেজ পরীক্ষার সময় শুল্ক দফতরের স্নিফার কুকুর মাদকদ্রব্যের উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। লাগেজ ট্যাগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট যাত্রীকে চিহ্নিত করে আটক করেন এয়ার ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-এর আধিকারিকরা।

এরপর যাত্রীর ট্রলি ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচটি রুপোলি রঙের পলিথিনের প্যাকেট উদ্ধার হয়। প্যাকেটগুলির মধ্যে সবুজ রঙের উদ্ভিদজাত পদার্থ লুকিয়ে রাখা ছিল। ফিল্ড টেস্টিং কিটে পরীক্ষার পর সেটি হাইড্রোপনিক গাঁজা বলে নিশ্চিত হয়। শুল্ক দফতরের এক আধিকারিক আইএএনএস-কে জানান, উদ্ধার হওয়া মাদকের মোট ওজন ১০,৯১১ গ্রাম। আন্তর্জাতিক বাজারে এর আনুমানিক মূল্য প্রায় ১১ কোটি টাকা। মাদকদ্রব্যটি নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) আইন, ১৯৮৫-এর আওতায় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত যাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই চক্রের উৎস, সম্ভাব্য প্রাপক এবং বৃহত্তর পাচারচক্রের সঙ্গে কোনও যোগ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ব্যাংকক থেকে আমদাবাদে আসা যাত্রীদের কাছ থেকে একাধিকবার হাইড্রোপনিক গাঁজা উদ্ধারের ঘটনা সামনে এসেছে। গত মাসে একই রুটে আসা এক যাত্রীর লাগেজ থেকে ২০ কেজিরও বেশি গাঁজা উদ্ধার করে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া পৃথক দুটি ঘটনায় যথাক্রমে প্রায় ৬.৫ কেজি এবং ৪ কেজি হাইড্রোপনিক গাঁজাও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বিক্রমশীলা সেতু পুনরুদ্ধারে বিহার সেতু নির্মাণ নিগমের আধিকারিকদের সংবর্ধনা দিল বিএআরও

গুয়াহাটি, ২৮ জুন (আইএএনএস): ভাগলপুর জেলার ক্ষতিগ্রস্ত বিক্রমশীলা সেতু পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বিহার রাজ্য পুল নির্মাণ নিগম লিমিটেড-এর আধিকারিকদের সংবর্ধনা দিল বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন।

রবিবার আধিকারিকরা জানান, বিআরপিএনএনএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিতেন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গুয়াহাটিতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব) বর্ডার রোডস-এর সদর দফতর পরিদর্শন করেন। সেখানে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জিতেন্দ্র প্রসাদ (ভিএসএম) সেতু পুনরুদ্ধারে তাঁদের অবদানের জন্য সম্মানিত করেন।

উল্লেখ্য, উত্তর ও দক্ষিণ বিহারকে সংযুক্তকারী গুরুত্বপূর্ণ বিক্রমশীলা সেতুর একটি ঝুলন্ত অংশ গত ৪ মে ভেঙে পড়ে। এর ফলে সীমাঞ্চল অঞ্চলের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

এরপর বিহার সরকারের অনুরোধে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সেতু পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব বিএআরও-কে দেয়। বর্ডার রোডস-এর মহাপরিচালকের নির্দেশে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জিতেন্দ্র প্রসাদ এই প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) বিপিন কুমার চন্দের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী দল গঠন করা হয়।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার (প্রকল্প) ব্রিগেডিয়ার অমিত সাখরের তত্ত্বাবধানে দলটি চারটি বেইলি ব্রিজ স্থাপন করে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনরুদ্ধার করে। এর ফলে ৭ জুন থেকে সেতুতে আবার যান চলাচল শুরু হয়।

আধিকারিকদের দাবি, গোটা অভিযানের সময় বিআরপিএনএনএল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংস্থাটি লজিস্টিক সহায়তা, প্রযুক্তিগত সমন্বয় এবং স্থানীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান করায় নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিআরপিএনএনএল-এর ছয়জন আধিকারিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিতেন্দ্র কুমার এবং সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার শশী ভূষণ সিং।

অনুষ্ঠানে বিপিন কুমার চন্দ পুনরুদ্ধার অভিযানের সময় প্রকৌশলগত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সেগুলি মোকাবিলায় গৃহীত উদ্ভাবনী পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জিতেন্দ্র প্রসাদ বলেন, বিক্রমশীলা সেতুর পুনরুদ্ধার আন্তঃসংস্থা সমন্বয়, প্রকৌশল দক্ষতা এবং জনসেবার প্রতি অঙ্গীকারের এক অনন্য উদাহরণ। এই সাফল্য বিহার সরকার ও বিএআরও-র দৃঢ় অংশীদারিত্বেরই প্রতিফলন, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো দ্রুত পুনরুদ্ধার করে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়েছে।

‘মন কি বাত’ সবসময় নতুন উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা জোগায়: বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’-এর ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। রবিবার তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠান দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ইতিবাচক উদ্যোগকে তুলে ধরার পাশাপাশি স্বতঃস্ফূর্ত জনঅংশগ্রহণের অনুপ্রেরণাদায়ক কাহিনি মানুষের সামনে তুলে ধরে। তিনি আরও বলেন, ‘ক্যাচ দ্য রেইন’ অভিযান নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা জলবায়ু ও জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘মন কি বাত’-এর ১৩৫তম পর্ব সম্প্রচারের পর নীতিন নবীন বলেন, “প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’ একটি গুরুত্বপূর্ণ জনসংযোগ কর্মসূচি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলা ইতিবাচক উদ্যোগগুলিকে এই মঞ্চ তুলে ধরে। ভারত ও বিশ্বের মানুষ জানতে পারেন, সাধারণ মানুষ কীভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা উদ্যোগে অংশ নিচ্ছেন। এই উদ্যোগগুলি সমাজকে অনুপ্রাণিত করে।”তিনি বলেন, “আজ প্রধানমন্ত্রী ‘ক্যাচ দ্য রেইন’ অভিযানের বার্তা দিয়েছেন। আমার মতে, এটি জলবায়ু সংরক্ষণ এবং তার থেকেও বেশি জল সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ‘মন কি বাত’ আমাদের সবসময় নতুন তথ্য, নতুন উদ্দীপনা এবং নতুন অনুপ্রেরণা দেয়।”একই সুরে বিজেপি নেতা বীরেন্দ্র সচদেবা বলেন, এই অনুষ্ঠান প্রতিবারই মানুষকে নতুন কিছু শেখায় এবং বাস্তবমুখী বার্তা দেয়।তিনি বলেন, “প্রতিবার ‘মন কি বাত’ শুনলে আমরা নতুন কিছু জানতে পারি। আমার মনে হয়, জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর শুরু করা এই কর্মসূচির মতো উদ্যোগ বিশ্বের আর কোথাও নেই। আজও তিনি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনুষ্ঠানের শেষে ‘ক্যাচ দ্য রেইন’ অভিযানের কথা উল্লেখ করে বর্ষার সময় বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছেন।” রবিবার ‘মন কি বাত’-এর ১৩৫তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশ গঠনে ‘জনভাগিদারি’ বা জনঅংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের সময় তাঁর বিভিন্ন আহ্বানে দেশবাসীর ইতিবাচক সাড়া জনঅংশগ্রহণের শক্তিকেই প্রমাণ করেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, “যখন একটি দেশের আত্মা তার মানুষের মধ্যে বাস করে এবং সেই দেশের মানুষ সংকল্প গ্রহণ করেন, তখন কোনও শক্তিই তাদের লক্ষ্যপূরণে বাধা দিতে পারে না। দেশ গঠনে জনভাগিদারির শক্তি ভারতের অন্যতম বড় সম্পদ।”তিনি আরও জানান, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তিনি দেশবাসীকে কিছু সময়ের জন্য সোনা কেনা থেকে বিরত থাকা, বিদেশ ভ্রমণ এড়ানো, কারপুলিংকে উৎসাহিত করা এবং কৃষকদের রাসায়নিকমুক্ত চাষ ও জৈব সার ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে রেড ক্রশ সোসাইটির উদ্যোগে একদিবসীয় কর্মশালার সূচনা করেন প্রণব সরকার সহ অন্যান্যরা।

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে মূল্যবোধভিত্তিক অভিভাবক সম্মেলন, 'সন্তানকে শুধু সফল নয়, মহৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন'

আগরতলা, ২৮ জুন: রামকৃষ্ণ মিশন, ধলেশ্বরের উদ্যোগে শনিবার বিবেকানন্দ হলে 'মানুষ তৈরির শিক্ষা: অভিভাবকের দায়িত্ব' শীর্ষক এক মূল্যবোধভিত্তিক অভিভাবক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় ২৫০ জন অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষানুরাগী অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন, ধলেশ্বরের সম্পাদক স্বামী অমর্ত্যানন্দজী মহারাজ। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে সন্তানকে কেবল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা সফল পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তোলাই যথেষ্ট নয়, বরং তাকে একজন সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান, সহানুভূতিশীল ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই অভিভাবকের প্রধান দায়িত্ব।

তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনের উল্লেখ করে বলেন, প্রকৃত শিক্ষা কেবল তথ্য অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্বের বিকাশই প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। তিনি পরিবারকে শিশুর প্রথম বিদ্যালয় এবং মা-বাবাকে প্রথম শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, সন্তান উপদেশের চেয়ে অভিভাবকের জীবন থেকেই বেশি শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, আত্মসংযম ও সেবার আদর্শ অভিভাবকদের নিজেদের জীবনেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বক্তৃতায় তিনি বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির সংযত ব্যবহার, সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, মানসিক দৃঢ়তা গড়ে তোলা এবং অতিরিক্ত শাসন বা অতিরিক্ত আদরের পরিবর্তে ভালোবাসা ও শৃঙ্খলার সুষম সমন্বয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি পরিবারে নিয়মিত প্রার্থনা, জপ, মহাপুরুষদের জীবনচর্চা এবং নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন শিশুর চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'সন্তানকে শুধু সফল নয়, একজন মহৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন।' স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'তোমরা প্রথমে মানুষ হও; তারপর অন্য সব' এবং 'এক আউন্স কাজ বিশ হাজার টন কথার সমান।' অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আয়োজিত প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা সন্তান প্রতিপালন, চরিত্র গঠন, প্রযুক্তির প্রভাব এবং মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। স্বামী অমর্ত্যানন্দজী মহারাজ যুক্তিনিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী উত্তর প্রদান করলে উপস্থিত সকলেই তা প্রশংসার সঙ্গে গ্রহণ করেন।

সম্মেলন শেষে অংশগ্রহণকারী অভিভাবকরা ভবিষ্যতেও এ ধরনের মূল্যবোধভিত্তিক অভিভাবক সম্মেলনের নিয়মিত আয়োজনের আহ্বান জানান।

লঙ্কামুড়ায় কৃষকের মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

সকাল থেকে প্রদীপ দাসের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির কাছের একটি জঙ্গল থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

উল্লেখ্য, প্রদীপ দাসের স্ত্রী ঝুমা চৌধুরী সম্প্রতি স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অনিয়ম সংক্রান্ত একটি মামলায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। কর্মসূত্রে তার স্ত্রী তেলিয়ামুড়ায় থাকতেন।

পরিবারের দাবি, স্ত্রীর গ্রেফতারের ঘটনায় প্রদীপ দাস মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং সেই মানসিক আঘাতের জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের ধারণা। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সোনামুড়ায় বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি কেন্দ্রের কার্যালয়ের উদ্বোধন, 'মন কি বাত' শ্রবণ ও প্রবীণ সংবর্ধনা

সোনামুড়া, ২৮ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত'-এর ১৩৫তম পর্ব উপলক্ষে রবিবার সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সাংগঠনিক শক্তি কেন্দ্রের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। ২২ নম্বর সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মণ্ডলের ২৯, ৩০ ও ৩২ নম্বর বুথের আওতাধীন গরুরবাঁধ বাজারে এই সাংগঠনিক কার্যালয়ের শুভ সূচনা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া মণ্ডল সভাপতি শুভ্রজিৎ দাস। কার্যালয়ের উদ্বোধনের পর পূজার আয়োজন করা হয় এবং উপস্থিত দলীয় কর্মী-সমর্থক ও এলাকাবাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান একসঙ্গে শ্রবণ করেন। পরে প্রবীণদের সংবর্ধনা, শিশুদের মধ্যে পাঠ্যসামগ্রী বিতরণ এবং ফিতে কেটে কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মণ্ডল সভাপতি শুভ্রজিৎ দাস বলেন, একটি রাজনৈতিক সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সাংগঠনিক কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, কার্যালয় শুধু দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার স্থান নয়, এটি কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত রাখার অন্যতম ভিত্তি। তিনি জানান, এই কার্যালয় সাধারণ মানুষের জন্যও সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে এবং এলাকার মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবে দলীয় কর্মীরা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সিপাহিজলা জেলা দক্ষিণের নবনিযুক্ত সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ, সোনামুড়া মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর দাস, শক্তি কেন্দ্রের প্রভারী রানাদে, সহ-সভাপতি ঝোটন দাস, সাধারণ সম্পাদক জন্টু বর্মনসহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে এলাকায় সাংগঠনিক কার্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি বিগত নির্বাচনে শক্তি কেন্দ্রের অন্তর্গত বুথগুলিতে বিজেপির পক্ষে বিপুল সমর্থনের জন্য ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও সেই সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শুভ্রজিৎ দাস জানান, সোনামুড়া মণ্ডলের অধীনে মোট ৫২টি বুথ এবং ১৭টি শক্তি কেন্দ্র রয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শক্তি কেন্দ্রেই এ ধরনের সাংগঠনিক কার্যালয় স্থাপন করা হবে বলেও তিনি জানান।

বাঙালী মহিলা সমাজের একদিনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত, নারীর অধিকার রক্ষায় ৯ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

আগরতলা, ২৮ জুন: বাঙালী মহিলা সমাজের উদ্যোগে রবিবার আগরতলায় সংগঠনের রাজ্য কার্যালয়ের হলঘরে একদিনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুই শতাধিক মহিলা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভানেত্রী মিলন পাল দত্ত। মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। এরপর সংগঠনের রাজ্য সচিব কানন দাস স্বাগত বক্তব্য রাখার পাশাপাশি সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

বক্তব্যে তিনি রাজ্য ও দেশজুড়ে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও সহিংসতার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। পাশাপাশি নারীদের কর্মসংস্থান, আইনসভায় ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ এবং সমাজের সর্বস্তরে নারীর সমান মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নারীরা শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা জরুরি বলেও তিনি মন্তব্য করেন। সম্মেলন শেষে বাঙালী মহিলা সমাজের পক্ষ থেকে আগরতলার রাজপথে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিল থেকে সংগঠনের উত্থাপিত ৯ দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়।

সংগঠনের দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের দায়িত্বে মহিলাদের অগ্রাধিকার, কর্মসংস্থান ও আইনসভায় নারীদের ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ, নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, বিদ্যালয়ে জুডো-কারাতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, অশ্লীল কনটেন্টের সম্প্রচার বন্ধ, মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণন বন্ধ, নীতিভিত্তিক অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবি।

খুনের অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বায়ার-সেলার মিটে রেকর্ড

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার বিখ্যাত কুইন আনারসের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপুল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তারা মূল্য শৃঙ্খল শক্তিশালী করা, বাজার সংযোগ বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্র্যান্ডিং এবং রপ্তানি সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দেন, যাতে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পায়।

কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, এই বায়ার-সেলার মিটে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৪০ জন ক্রেতা অংশগ্রহণ করেন। এতে কৃষক উৎপাদক সংস্থা, উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলস্বরূপ ১৮টি লেটার অফ ইনটেন্ট আদান-প্রদান হয়, যার মোট বাণিজ্য সম্ভাব্য মূল্য প্রায় ১১ কোটি টাকাযা ত্রিপুরার কুইন আনারসের বাণিজ্যিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

তিনি আরও জানান, এই সাফল্য প্রমাণ করে যে ত্রিপুরার আনারসের গুণমান ও বাজারযোগ্যতার প্রতি শিল্পজগতের আস্থা ক্রমেই বাড়ছে। এর ফলে নতুন বিপণন সুযোগ সৃষ্টি হবে, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং রাজ্যের কৃষি-রপ্তানি ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী হবে।

মন্ত্রী বলেন ত্রিপুরা কুইন আনারস গ্লোবাল ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ রাজ্যের প্রিমিয়াম উদ্যানজাত পণ্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার পাশাপাশি কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারক, রপ্তানিকারক ও ক্রেতাদের মধ্যে নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার এক জীবন্ত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে।"

রাজ্যে নারী নিরাপত্তাহীনতায়

● প্রথম পাতার পর

উপর নৃশংস যৌন নির্যাতনের ঘটনার উল্লেখ করা হয়।

এছাড়াও শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে মনীষা দাসের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং এক পুলিশ আধিকারিক ময়নাতদন্তের আগেই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে মন্তব্য করায় তীব্র সমালোচনা করে মহিলা কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই এ ধরনের মন্তব্য নিরপেক্ষ তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় রাজ্য মহিলা কমিশনের বর্তমান চেয়ারপার্সনের অবিলম্বে পদত্যাগ। বর্তমান মহিলা কমিশন ভেঙে নিরপেক্ষ ও যোগ্য সদস্যদের নিয়ে নতুন কমিশন গঠন। মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ। তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই আত্মহত্যার মন্তব্য করা সংশ্লিষ্ট মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ও পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ। বাধারঘাটে এক মহিলার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ। রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে মহিলা কংগ্রেস জানায়, অপরাধীদের রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিটি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে।

মরাছড়া হাই স্কুলে জেলা ভিত্তিক মৌথাই প্রতিযোগিতা ২০২৬-২৭, রাজ্য দলে সুযোগের লক্ষ্যে ১৫০ প্রতিযোগীর লড়াই

আগরতলা, ২৮ জুন: ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে যুব সমাজকে শৃঙ্খলাবোধ, আত্মরক্ষা এবং সুস্থ জীবনযাপনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে রবিবার ধলাই জেলার মরাছড়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো জেলা ভিত্তিক মৌথাই প্রতিযোগিতা ২০২৬-২৭। প্রতিযোগিতায় রাজ্য দলে জায়গা করে নেওয়ার লক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১৫০ জন ছেলে ও মেয়ে অংশগ্রহণ করে।

মৌথাই অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে এবং সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না দাস পালের সহযোগিতায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন বিভাগে নিজেদের দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও আত্মরক্ষামূলক কৌশলের চমৎকার প্রদর্শন করেন। উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা দর্শকদেরও ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে।

আয়োজকরা জানান, জেলা স্তরের এই প্রতিযোগিতায় সেরা পারফরম্যান্স করা প্রতিযোগীদের মধ্য থেকেই রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য খেলোয়াড় বাছাই করা হবে। ফলে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই নিজেদের সেরাটা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুরমা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, মৌথাই অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক পিনাকী চক্রবর্তী, ধলাই জেলা পরিষদের সদস্য সন্তোষ দাস, সমাজসেবী সুভাষ আহিরসহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, খেলাধুলা কেবল প্রতিযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি সুস্থ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সচেতন সমাজ গঠনের অন্যতম মাধ্যম। মৌথাইয়ের মতো আত্মরক্ষামূলক খেলাধুলার প্রসার ঘটলে যুব সমাজ শারীরিক ও মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রতিযোগিতা থেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় উঠে আসবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তাঁরা। দিনব্যাপী প্রাণবন্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই জেলা ভিত্তিক মৌথাই প্রতিযোগিতা খেলোয়াড়, অভিভাবক ও দর্শকদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

আশ্রম চৌমুহনীর হরেকৃষ্ণ মন্দিরে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার প্রস্তুতি, ১০৮ কলসিতে হাওড়া নদীর জল আনয়ন

আগরতলা, ২৮ জুন: শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসবকে সামনে রেখে রবিবার সন্ধ্যায় আগরতলার আশ্রম চৌমুহনীস্থিত হরেকৃষ্ণ মন্দিরে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১০৮ কলসিতে পবিত্র জল আনয়নের শোভাযাত্রা। হাওড়া নদী থেকে আনা এই পবিত্র জল দিয়ে আগামীকাল জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা দেবীর মহাস্নান সম্পন্ন হবে।

মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি ত্রিপুরার অন্যতম বৃহৎ জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব। এদিনের শোভাযাত্রায় ১০৮ জন বৈষ্ণব মহিলা কলসি বহন করে অংশ নেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল সংকীর্তনের দল এবং অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী। ভক্তিমূলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি দেখতে আগরতলাবাসীর ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন সনাতন ধর্মীয় ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভক্তদের মধ্যে ছিল উৎসবের আমেজ ও গভীর ধর্মীয় আবেগ।

মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সোমবার ভোর থেকেই স্নানযাত্রা উপলক্ষে দিনব্যাপী নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মঙ্গল আরতি, কীর্তন, শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার মহাঅভিষেক, ৫৬ ভোগ নিবেদন এবং শেষে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

কল্যাণপুর-প্রমোদনগর কেন্দ্রে তিন বুথে 'মন কি বাত' সম্প্রচার, উপস্থিত ছিলেন দলীয় নেতৃত্ব ও স্থানীয় বাসিন্দারা

কল্যাণপুর, ২৮ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১৩৫তম পর্ব উপলক্ষে রবিবার কল্যাণপুর-প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম চেবরী গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি বুথে বিশেষ শ্রবণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এর মধ্যে পশ্চিম চেবরী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর বুথে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি নিতাই বল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয় হিন্দ শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ অসিত রায়, বুথ সভাপতি হরিদাস পাল এবং বিজেপির অন্যান্য কার্যকর্তারা।

অনুষ্ঠানে এলাকার বহু সাধারণ মানুষ অংশ নেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। আয়োজকদের দাবি, স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠান শেষে মণ্ডল সভাপতি নিতাই বল প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাত'-এর ১৩৫তম পর্বে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় উপস্থিত জনসাধারণের সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন এবং সেগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

বিস্ফোরণে নিহতের

● প্রথম পাতার পর

তুলে তিনি বলেন, এসব ভবনে নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কি না, তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা জরুরি। ভবিষ্যতে এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়াতে নির্মাণকাজ ও গ্যাস সংযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় আহত ছয় যাত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুটি গাড়িই দ্রুতগতিতে চলছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হতেই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। সংঘর্ষের তীব্রতায় মারুতি অল্টো গাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় , বলেরো পিকআপ গাড়িটি রাস্তার মধ্যে উল্টে যায় এবং ভেতরে থাকা যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর আহতদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চারজনকেই উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে (এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে) স্থানান্তর করেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। আহতরা হলেন কৃষ্ণনাথ চন্দ্র নমঃ (৪০), রানা দেবনাথ (২২), আকাশ দেববর্মা (২২) এবং প্রদীপ দাস (৫০)।

দুর্ঘটনার জেরে দেওয়ান বাজার এলাকায় সাময়িকভাবে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

প্রাথমিকভাবে প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা, উভয় গাড়ির অতিরিক্ত গতি এবং অসতর্কতার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই সড়কে প্রায়ই বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চলাচল করে। ফলে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। তাঁদের দাবি, সড়কে গতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, নিয়মিত পুলিশি নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে।

জাতীয় টিকাকরণ দিবস উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি পালিত উদয়পুরস্থিত ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ জুন: উদয়পুরস্থিত ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে জাতীয় টিকাকরণ দিবস উপলক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।রবিবার সকালে আয়োজিত কর্মসূচির মাধ্যমে জেলার শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি টিকাকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, শিশুদের সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে নিয়মিত টিকাকরণ অত্যন্ত জরুরি এবং সরকার এই বিষয়ে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলা টিকাকরণ আধিকারিক ডাঃ চিরঞ্জিত নোয়াতিয়া, বিশিষ্ট সমাজসেবী সানি সাহা সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, জেলার ০ থেকে ৫ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুকে সম্পূর্ণ টিকাকরণের আওতায় আনা এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এর মাধ্যমে শিশুদের বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগ থেকে সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জেলা সভাধিপতি এবং অন্যান্য অতিথিদের হাত দিয়ে শিশুদের পোলিও টিকার ড্রপ খাওয়ানো হয়। পাশাপাশি অভিভাবকদের মধ্যে টিকাকরণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়। পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি শেষে অতিথিদের উপস্থিতিতে শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের টিকাকরণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন এলাকায় রওনা হওয়া স্বাস্থ্য দপ্তরের যানবাহনগুলিকে সবুজ পতাকা নেড়ে সূচনা করা হয়।সমগ্র কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী, স্থানীয় প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই উদ্যোগ গোমতী জেলার শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মাটির নিচ থেকে উদ্ধার বিপুল

● প্রথম পাতার পর

বোতল ভরে সেগুলো মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছিল, যাতে পুলিশের নজর এড়িয়ে মজুত রাখা যায়। মাদক লুকানোর এই অভিনব কৌশল দেখে হতবাক হয়ে যান অভিযানে অংশ নেওয়া পুলিশ কর্মীরাও।

তবে অভিযানের সময় অভিযুক্ত খোকন আলী বাড়িতে না থাকায় তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের সন্ধানেও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

মাটির নিচে এভাবে এসকফ মজুত রাখার ঘটনা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

স্থানীয়দের মতে, মাদক কারবারিরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়াতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। পুলিশ জানিয়েছে, মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে এবং অভিযুক্তদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

আগরতলা বিমানবন্দরে

● প্রথম পাতার পর

দাবি, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতেই শনিবার আরও চার বাংলাদেশি নাগরিকের সন্ধান মেলে। এরপর বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

ধৃতদের কাছে ভারতে বৈধভাবে প্রবেশের কোনও নথি না থাকায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। কীভাবে তারা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে কোনও দালালচক্র বা মানব পাচারকারী জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার প্রায় ৮৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। এই দীর্ঘ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা প্রশাসনের কাছে দীর্ঘদিনের চ্যালেঞ্জ। পুলিশের মতে, অবৈধ অনুপ্রবেশকে কাজে লাগিয়ে মানব পাচারকারী চক্র, অপরাধী গোষ্ঠী এবং দেশবিরোধী শক্তি সক্রিয় হতে পারে, যা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার জন্য উদ্বেগের বিষয়।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কুরুচিকর

● আটের পাতার পর

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জিজ্ঞাসাবাদের সময় সুতপা সেন নিজের মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং লিখিত অঙ্গীকারপত্রে উল্লেখ করেন যে ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে আর জড়াবেন না।

এছাড়াও তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া

● আটের পাতার পর

হয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণে ওয়েস্টেজ ফ্যাক্টর সহ মোট ৩৭,৭১২ ডোজ ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমগ্র জেলায় ৪১০টি টিকাকরণ বুথ, ৪৫০টি টিকাদান দল, ১৪টি মোবাইল টিম এবং ১৪টি ট্রানজিট পয়েন্ট গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ১,৫৭৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী ও সহায়ক কর্মী এবং ৮৭ জন সুপারভাইজার নিয়োজিত রয়েছেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে আয়োজিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে জেলার প্রতিটি যোগ্য শিশুর কাছে জীবন রক্ষাকারী পোলিও টিকা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি পোলিও নির্মূলের জাতীয় অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

খুমুলুংয়ের "মন কি বাত" শুনলেন

● আটের পাতার পর

অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করার পাশাপাশি সমাজ ও দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জাতীয় চেতনা, নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং সমাজ গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে "মন কি বাত" অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

বিকল ল্যান্ডফোনে বিপাকে বিশ্রামগঞ্জ

● আটের পাতার পর

পড়তে হয় দমকল বাহিনীকে।

কর্মীদের বক্তব্য, 'আমরা চাই ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্রুত ল্যান্ডফোনটি মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, যাতে জরুরি পরিষেবা আরও কার্যকরভাবে দেওয়া সম্ভব হয়।'

এদিন দমকল কর্মীরা আরও অভিযোগ করেন, সম্প্রতি এক ট্রাফিক পুলিশ কর্মী তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। তাদের দাবি, ওই পুলিশকর্মী শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গেই নয়, দমকল বাহিনীর কর্মীদের সঙ্গেও অশোভন আচরণ ও গালিগালাজ করেছেন।

যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক পুলিশ বা পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন দমকল কর্মীরা।

অঙ্গন

ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের কমিটি পুনর্গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।।ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের (টিএসজেসি) বার্ষিক সাধারণ সভা রবিবার আগরতলার অভিষেক রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি সরযূ চক্রবর্তীর পৌরহিত্যে সভার শুরুতে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রয়াত সভাপতি তপন চক্রবর্তীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিরবতা পালন করা হয়। পরে ২০২৫-২৬ সালের সচিবের বার্ষিক প্রতিবেদন ও কোষাধ্যক্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হলে সদস্যরা এর উপর আলোচনায় অংশ নেন। শেষে প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিতে গৃহিত হয়। সব শেষে ২০২৪-২৬ এর বর্তমান পরিচালন কমিটি ভেঙে দিয়ে ২০২৬-২৮ সালের জন্য দুবছরের নতুন পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সম্পাদক অনির্বাণ দেব, সহ-সম্পাদক কল্যাণ দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ উৎপল ভট্টাচার্য ও দুজন কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে অভিষেক দে ও প্রণব শীল সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। ক্লাবের সম্পাদক এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

সি-ডিভিশন ফুটবলে জয়ের হ্যাটট্রিক করে ইকফাই এফ.সি-র সুপারলিগে খেলা নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। জয়ের হ্যাটট্রিক ইকফাই ফুটবল ক্লাবের। লিগ পর্যায়ে নিজেদের অন্তিম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ইকফাই ফুটবল ক্লাব। হারিয়েছে শক্তিশালী সাই এসটিসি-কে ৫-১ গোলের বড় ব্যবধানে। ইকফাই ফুটবল ক্লাবের পক্ষে এটি ষষ্ঠ ম্যাচের মাথায় পঞ্চম জয়। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে ইকফাই ফুটবল ক্লাব যথারীতি গ্রুপ বি থেকে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের মতো সুপার লিগ পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা দেড়টায় দিনের প্রথম ম্যাচে ইকফাই ফুটবল ক্লাব ৫-১ গোলে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। উল্লেখ্য, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ড্র ছিল। গোলের শুরু খেলার ৬২ মিনিটের মাথায়। রুবিউল হাসানের পা থেকে। ৮ ও ১০ মিনিট বাদে স্টিফেন সি এল এবূ জুয়েল দেববর্মা পরপর দুটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ৩-০ হয়।

তবে পাঁচ মিনিট বাদে সাই এসটিসি-র সন্দীপ দেববর্মা একটি গোল শোধ করলে ব্যবধান কমে ১-৩ হয়। পরবর্তী মিনিটে ইকফাই ফুটবল ক্লাবের প্রণব সরকার একটি গোল করলে ব্যবধান ৪-১ হতে না হতেই পরবর্তী মিনিটেই রুবিউল হাসান আরেকটি গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান ৫-১ হয়। উল্লেখ্য, ইকফাই ইউনিভার্সিটি ফুটবল ক্লাব প্রথম খেলায় ইয়ুথ ক্লাব কে চার-তিন গোলে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে কেশব সংঘ কে ৩-০ গোলে পরাজিত করেছিল। তৃতীয় ম্যাচে অবশ্য জম্পুই জলা প্লে সেন্টারের কাছে ০-২ গোলে হেরে পয়েন্ট খুইয়েছিল। চতুর্থ ম্যাচে জয় ফিরেছিল স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবকে দুই-শূন্য গোলে হারিয়ে। পঞ্চম ম্যাচে দুরন্ত জয় পেয়েছিল সবুজ সংঘ কে ১১-০ গোলে হারিয়ে।

বাধারঘাটকে হারিয়ে এগিয়ে চল সংঘ জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। সহজ জয় পেলো এগিয়ে চলো সংঘ। ১০ উইকেটে পরাজিত করলো দুর্বল বাধারঘাট কোচিং সেন্টার কে। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে " সি " গ্রুপে শীর্ষস্থানে রয়েছে মেলারমাঠের ওই ক্লাবটি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। রবিবার নরসিংগড় টি আই টি মাঠে দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে টসে জয় লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বাধারঘাট কোচিং সেন্টার মাত্র ৩১ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দল সর্বোচ্চ ১১ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দোলের কোন ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানী পা রাখতে পারেননি। এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে অস্মিতা রায় পাঁচ রানে চারটি এবং সাক্ষী ভার্মা ছয় রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘ ২৬ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

দলের পক্ষে মেঘা সরকার ১৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৫ রানে এবং মৌটুসী দে ১২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রানে অপরাজিত থেকে যান।

আগরতলা ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের প্রথম জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। সহজ জয় পেলো আগরতলা কোচিং সেন্টার। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে। ১২০ রানে পরাজিত করলো দুর্বল রয়েল কোচিং সেন্টার কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। এমবিবি স্টেডিয়ামে রবিবার সকালে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আগরতলা কোচিং সেন্টার নির্ধারিত ২০ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান করে। দলের পক্ষে মৃত্তিকা চৌধুরী ৩৩ বল খেলে দশটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রানে এবং ঋদ্ধি নমঃ ৪০ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে নেদ্রিনা বড়ুয়া ১৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৩ রান। রয়েল কোচিং সেন্টারের পক্ষে নন্দিনী সাহা ২১ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে রয়েল কোচিং সেন্টার নির্ধারিত ওভারে এক উইকেট হারিয়ে মাত্র ৩৪ রান করতে সক্ষম হয়েছে। স্কোর বোর্ড সচল রাখা থেকে উইকেটে টিকে থাকার উপর বেশি নজর দেয় দলীয় ক্রিকেটাররা। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ২১ রান।

আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগে মেসিদের হুঁশিয়ারি কাবো ভার্দের ভোজিনহার! 'আমরা যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখি'

সবচেয়ে ছোট দেশ হিসাবে বিশ্বকাপের নকআউটে ওঠার রেকর্ড গড়েছে কাবো ভার্দে। রাউন্ড অফ ৩২-এ তাদের সামনে গত বারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। ধারেভারে অনেকটাই পিছিয়ে কাবো ভার্দে। কিন্তু তার পরেও লিয়োনেল মেসিদের সতর্ক করে দিয়েছেন কাবো ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহা। তাঁর হুঁশিয়ারি, যে কোনও দলকে হারাতে পারেন তাঁরা।

ফিফা ক্রমতালিকায় এই মুহূর্তে দ্বিতীয় স্থানে আর্জেন্টিনা। কাবো ভার্দে ৬৪ নম্বরে। প্রতিটি ম্যাচের পরেই অবশ্য এই ক্রমতালিকায় বদল হচ্ছে। আর্জেন্টিনার থেকে ক্রমতালিকায় এতটা পিছিয়ে থাকলেও তাদের হালকা ভাবে নিলেন ভুগতে হতে পারে আর্জেন্টিনাকে। গ্রুপ পর্বে স্পেন, উরুগুয়ের মতো দলকে আটকে দিয়েছে কাবো ভার্দে। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধেও সেটা করে দেখাতে চান তাঁরা।

প্রথম বার বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েই নকআউটে উঠেছে কাবো ভার্দে। সেই ম্যাচে নামার আগে ভোজিনহা বলেন, "আমরা কেউ ভাবিনি এতটা এগোব। কিন্তু আমরা জানতাম, আমাদের ক্ষমতা আছে। অনেকে ভেবেছিলেন, আমরা একটা ম্যাচও জিততে পারব না। হয়তো জিততে পারিনি। কিন্তু হারিওনি। এ বার সামনে আর্জেন্টিনা। ওদের বিরুদ্ধে খেলা, মেসির বিরুদ্ধে খেলা আমাদের স্বপ্ন।"

এ কথা বলেই অবশ্য আর্জেন্টিনাকে সতর্ক করে দিয়েছেন ভোজিনহা। তিনি বলেন, "আমরা এখানে ড্র করতে আসিনি। জিততে এসেছি। আমরা জানতাম সেটা সহজ হবে না। সৌদি আরবের বিরুদ্ধেও জেতার চেষ্টাই করেছি। পারিনি। কিন্তু পরের ম্যাচেও যে পারব না, তার নিশ্চয়তা নেই। আমরা জেতার জন্যই নামব।"

ছোট দেশ হলেও বড় স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন তাঁরা। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চান। আর্জেন্টিনাকে ধাক্কা দিতে চান ভোজিনহা। তিনি বলেন, "আমাদের দেশ খুব ছোট। কিন্তু আমরা লড়তে জানি। আমাদের সেই ক্ষমতা আছে। আমরা যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখি।"

অনেক লড়াই করে তাঁদের বড় হতে হয়েছে। নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়েছে। তাই লড়াকু মনোভাব তাঁদের সকলের মধ্যেই রয়েছে। সেই মনোভাবই দেখাতে চান তাঁরা। ভোজিনহা বলেন, "আমরা খুব কষ্ট করে বড় হয়েছি। আমাদের পরিবার আমাদের জন্য অনেক ত্যাগ করেছে। তাই আমাদের আবেগ অনেক বেশি। সেই আবেগ আমরা মাঠে দেখাতে চাই। আমরা লড়তে এসেছি। না লড়ে মাঠ ছাড়ব না।"

রাউন্ড অফ ৩২-এর সূচি:

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম কানাডা (২৮ জুন, রাত ১২:৩০, লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়াম)

ব্রাজিল বনাম জাপান (২৯ জুন, রাত ১০:৩০, হিউস্টন স্টেডিয়াম)

জার্মানি বনাম প্যারাগুয়ে (২৯ জুন, রাত ২, বস্টন স্টেডিয়াম)

নেদারল্যান্ডস বনাম মরক্কো (৩০ জুন, সকাল ৬:৩০, এস্তাদিও মন্টেরে)

আইভরি কোস্ট বনাম নরওয়ে (৩০ জুন, রাত ১০:৩০, ডালাস স্টেডিয়াম)

ফ্রান্স বনাম সুইডেন (৩০ জুন, রাত ২:৩০, নিউ জার্সি স্টেডিয়াম)

মেক্সিকো বনাম ইকুয়েডর (১ জুলাই, ভোর ৬:৩০, মেক্সিকো সিটি স্টেডিয়াম)

বেলজিয়াম বনাম সেনেগাল (১ জুলাই রাত ১:৩০, সিয়াটেল স্টেডিয়াম)

ইংল্যান্ড বনাম বনাম কঙ্গো (১ জুলাই রাত ৯:৩০ আটালান্টা স্টেডিয়াম)

আমেরিকা বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা (২ জুলাই, ভোর ৫:৩০, সান ফ্রান্সিসকো স্টেডিয়াম)

স্পেন বনাম অস্ট্রিয়া (২ জুলাই রাত ১২:৩০, লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়াম)

পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া (৩ জুলাই ভোর ৪.৩০ টরন্টো স্টেডিয়াম)

সুইজারল্যান্ড বনাম আলজেরিয়া (৩ জুলাই সকাল ৮:৩০, বিসি প্লেস ভ্যানকুভার)

অস্ট্রেলিয়া বনাম মিশর (৩ জুলাই, রাত ১১:৩০, ডালাস স্টেডিয়াম)

আর্জেন্টিনা বনাম কেপ ভার্দে (৪ জুলাই, ভোর ৩:৩০, মায়ামি স্টেডিয়াম)

কলম্বিয়া বনাম ঘানা (৪ জুলাই সকাল ৭টা কানসাস সিটি স্টেডিয়াম)

সি ডিভিশন : লীগ পর্যায়ে অপরাজিত ভারতরত্ন সংঘ সুপার লীগে উন্নীত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।।অপরাজেয় ভারতরত্ন সংঘ। লীগ পর্যায়ের নিজেদের অন্তিম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ৩-২ গোলের ব্যবধানে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড বিএসটি-কে হারিয়ে। দুরন্ত এই জয়ের সুবাদে ভারতরত্ন সংঘ এ গ্রুপের মধ্যে সর্বাধিক ষোল পয়েন্ট পেয়ে মূল পর্বে অর্থাৎ সুপার লিগে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। প্রথম ম্যাচে পান্তৌয় স্পোর্টিং সোসাইটির সঙ্গে দুই-দুই গোলে ম্যাচ ড্র করলেও পরবর্তী পাঁচটি ম্যাচে জয়ের সারণিতে থেকে অপরাজিত ভূমিকায় ভারতরত্ন সংঘ সুপার লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। আজ রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা সাড়ে তিনটায় দিনের দ্বিতীয় খেলায় প্রথমার্ধে ভারতরত্ন সংঘ দুই-এক গোলে এগিয়ে ছিল। গোলের শুরু খেলার ১৭ মিনিটের মাথায় জরা দেববর্মার গোলে। নয় মিনিট বাদে ইউনাইটেড বিএসটি-র জুয়েল রিয়াং গোলটি পরিশোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। তবে ১০ মিনিট পর, খেলার ৩৬ মিনিটের মাথায় ভারতরত্ন সংঘের রাহুল রায় রিয়াং-এর গোল দলকে দুই-একে লিড এনে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই এর মধ্যে খেলার ৬৮ মিনিটের মাথায় ভারতরত্ন সংঘের অ্যালেক্স ডারলং আরও একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ৩-১ হয়। তবে ১২ মিনিট বাদে ইউনাইটেড বিএসটি-র রাজ সাধন জমাতিয়া গোল ব্যবধান কমিয়ে দুই-তিন করে নেয়। শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে জয় ছিনিয়ে ভারতরত্ন সংঘ লাগাতর ৫ ম্যাচে জয়ের সুবাদে মোট ১৬ পয়েন্ট পেয়ে সুপার লিগে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতরত্ন সংঘ দ্বিতীয় ম্যাচে এডিসি-কে ২-১ গোলে, তৃতীয় ম্যাচে উমাকান্ত কোচিং সেন্টারকে তিন-এক গোলে, চতুর্থ ম্যাচে সিমনা তামাকারি-কে ৫-০ গোলে এবং চতুর্থ ম্যাচে কদমতলী যুব সংস্থাকে ১০-০ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছিল।

সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে চাম্পামুড়াকে হারালো মডার্ন সি এ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো মর্ডান ক্রিকেট একাডেমি। নিজেদের প্রথম ম্যাচে নয় উইকেটে পরাজিত করল চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। নরসিংগড় টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার মাত্র ৫৩ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে রিমশা কর্মকার ২৯ বল খেলে ১২ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। মর্ডান ক্রিকেটে একাডেমির লক্ষ্মী কুমারী তিন রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে মর্ডান ক্রিকে একাডেমি ১১.৫ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সুপ্রিয়া দাস ৩৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২৩ রানে এবং রূপালী দাস ৩১ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রানে অপরাজিত থেকে যান।

প্রেসক্লাবের ইনডোর গেমসে আজ দাবা প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। সাংবাদিকদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টস ফেস্টের অংশ হিসেবে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে ইনডোর গেমসের আসর। ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী, আগামীকাল, সোমবার ক্লাবের ইনডোর হল-এ দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক সাংবাদিক খেলোয়াড়দের বেলা আড়াইটার মধ্যে প্রেস ক্লাবে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং বিকেল ঠিক ৩টে থেকে খেলা শুরু হবে। ক্লাবের স্পোর্টস কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই ইনডোর গেমসকে ঘিরে সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে।

প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে ক্লাবের সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ এবং ক্রীড়া প্রেমী সদস্যরা সকলেই উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করবেন। এর আগে, গত শুক্রবার উমাকান্ত স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)-এর সহযোগিতায় একটি আকর্ষণীয় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার বিকেল তিনটেয় লুডু প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ইনডোর গেমসের আসরটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়, যা সদস্যদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত জমজমাট হয়ে ওঠে।

জয়ের ধারা অব্যাহত মৌচাক ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল মৌচাক ক্লাব। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে " ডি " গ্রুপে শীর্ষে রয়েছে কানু দাসের দল। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মৌচাক ক্লাব ৯৪ রানে পরাজিত করে ব্রাইট ক্লাব কে। বিজয়ী দলের প্রিয়াঙ্কা আচার্য ব্যাটে বলে অনবদ্য পারফরম্যান্স করেছেন। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মৌচাক ক্লাব নির্ধারিত ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রান করে। দলের পক্ষে সুপ্রিয়া দাস ৪৭ বল খেলে দশটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৬, তানিশা দাস ২৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, পূজা দাস ২২ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং প্রিয়াঙ্কা আচার্য ১২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান। ব্রাইট ক্লাব এর পক্ষে শ্যামশ্রী সেন নয় রানে এবং পারমিতা মজুমদার ২৪ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ব্রাইট ক্লাব নির্ধারিত ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ৭৩ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে রিয়া মিত্র ৫২ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৩৫ এবং তৃষ্ণা দাস ২২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। মৌচাক ক্লাবের পক্ষে প্রিয়াংকা আচার্য সাত রানে তিনটি, পূজা দাস তিন রানে এবং মুন্না সরকার ২১ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন।

নকআউটে উঠলেও মন ভরাতে পারল না ইংল্যান্ড, পরের রাউন্ডে 'বুড়োদের' দল ক্রোয়েশিয়া, হেরেও টিকে রইল ঘানা

গ্যারেথ সাউথগেটের কাছ থেকে তো কিছু শিখতে পারতেন টমাস টুখেল। মুখে বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু মাঠে সেই ছবি তো দেখা যায় না। ঘানার কাছে আটকে গিয়েছিল তাঁর দল। পানামাকে হারালেও মন ভরাতে পারল না ইংল্যান্ড। গ্রুপ শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপের নকআউটে উঠলেও সেখানে এই ফুটবল খেললে কিন্তু সমস্যা হতে পারে তাদের। গ্রুপের অন্য ম্যাচে ঘানাকে হারিয়ে আরও এক বার নকআউটে উঠল ক্রোয়েশিয়া। তিন নম্বরে শেষ করল ঘানা। কিন্তু ৪ পয়েন্ট পাওয়ায় তারাও নকআউট প্রায় পাকা করে ফেলেছে। তবে সেই ঘোষণা হবে গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার পর।

ম্যাচ শুরুর বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে উল্লাস করতে শুরু করেছিলেন ইংরেজ সমর্থকেরা। স্বাভাবিক। এমন একটা দলের বিরুদ্ধে তাঁরা নামছিলেন, যারা এই বিশ্বকাপে একটিও গোল করতে পারেনি। সেই তাদের দেখে মনে হল, গোল করার লোক থাকলে পিছিয়ে পড়ত ইংল্যান্ড। অন্তত প্রথমার্ধে তো বটেই।

ইংল্যান্ডের একটাই পরিকল্পনা। বাঁ প্রান্ত দিয়ে মার্কাশ রাশফোর্ড ও ডান প্রান্ত দিয়ে বুকায়ো সাকা বার বার ক্রস তুলবেন। বক্সে দাঁড়িয়ে থাকা হ্যারি কেন, জুড বেলিংহ্যামেরা গোল করবেন। কিন্তু দুই উইঙ্গার আটকে গেলে কী হবে? থ্রু বল কোথায়? প্রথমার্ধে তো কেনকে দুরবীন দিয়ে খুঁজতে হল। একটা সময় ২০ মিনিটের খেলা মাত্র এক বার বলে পা দিয়েছেন। দলের সেরা স্ট্রাইকারের এই হাল হলে গোল কী ভাবে হবে?

সাউথগেটের আমলে ইংল্যান্ডের ফুটবলে একটা ছন্দ ছিল। কার কী দায়িত্ব সকলে জানতেন। খেলাটা দেখতে ভাল লাগত। কিন্তু এই ইংল্যান্ডের ফুটবল মন ভরাতে পারে না। সেই একই রকম আক্রমণ। কোনও প্ল্যান বি নেই। ছন্দ নেই। কাকে কী করতে হবে বুঝতে পারছেন না। দলের নামের পাশে ইংল্যান্ড লেখা না থাকলে বোঝার উপায় নেই যে, এই দলটাই গত ছ'সাত বছরে কী দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে।

বলের দখল ইংল্যান্ডের অনেক বেশি ছিল। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বলের দখলই যে শেষ কথা বলে না তা স্পেনের থেকে ভাল কে বুঝবে? কাবো ভার্দের বিরুদ্ধে গোটা ম্যাচে বলের দখল রেখেও তো পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছে। প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডের খেলা দেখে সেটাই মনে হচ্ছিল। ডেকলান রাইসকে কোন বুদ্ধিতে প্রথম একাদশে রাখলেন না টুখেল? তিনিই যে দলের খেলা চালান, তা কি কোচ বুঝতে পারছেন না?

অপর ম্যাচে ক্রোয়েশিয়া এগিয়ে যাওয়ায় ইংরেজ সমর্থকেরা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, স্কোরলাইন তেমনটা থাকলে রাউন্ড অফ ৩২ থেকেই কঠিন প্রতিপক্ষের সামনে পড়তে হত ইংল্যান্ডকে। টুখেল হয়তো সাইডলাইন থেকে কেনদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ক্রোয়েশিয়া এগিয়ে। তাই প্রথমার্ধের শেষ দিকে তাদের খেলায় কিছুটা বাড়তি তাগিদ দেখা গেল। কিন্তু গোল আসেনি।

দ্বিতীয়ার্ধে বেলিংহ্যামের একক দক্ষতায় এগোল ইংল্যান্ড। কর্নার থেকে মার্কারকে ঘাড়ের উপর নিয়ে পায়ের টোকায় গোল করলেন তিনি। ব্যস, সেখানেই পানামার প্রতিরোধ শেষ। ছোট দলগুলির এটাই হয়। এক বার গোল খেয়ে গেলে গোল করার চেষ্টায় রক্ষণ দুর্বল হয়ে যায়। তার সুযোগ তুললেন কেন। প্রথমার্ধে দেখা না গেলেও দ্বিতীয়ার্ধে বেলিংহ্যামের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে ২-০ করলেন তিনি।

পানামা কিন্তু লড়াই ছাড়েনি। এক বার জালে বল জড়িয়েও দিয়েছিল। কিন্তু অফসাইডে তা বাতিল হল। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ল ইংল্যান্ড। কিন্তু তাদের রক্ষণে যে ভাবে মাঝে মাঝেই পানামা ঢুকে পড়ল, তা চিন্তা বাড়াবে টুখেলের। পানামা হয়তো গোল করতে পারেনি। কিন্তু বড় দল সুযোগ ছাড়বে না। নকআউটের আগে এই রোগ সারাতে না পারলে ভুগতে হতে পারে ইংল্যান্ডকে।

উজবেকিস্তানের হৃদয় ভেঙে স্মরণীয় জয়ে নকআউটে ডিআর কঙ্গো

গ্রুপের শেষ ম্যাচে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে ডিআর কঙ্গো। তৃতীয় সেরা দলগুলোর একটি হয়ে শেষ বত্রিশে জায়গা করে নিয়েছে তারা।বিশ্বকাপে তাদের প্রথম জয় এটিই।

আটলান্টায় রোববার সকালের ম্যাচে ৬৭ মিনিট পর্যন্ত ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল কঙ্গো। পরের মিনিটে পেনাল্টি থেকে সমতা টানেন ইয়োয়ান উইসা, নতুন করে জাগে আশা। ৭৮তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামা ফিস্টন মায়েলি। যোগ করা সময়ে নিজের দ্বিতীয় গোলে সব অনিশ্চয়তার ইতি টেনে দেন উইসা।ডিআর কঙ্গো হিসেবে এবারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলছে তারা। এর আগে অবশ্য একবার বিশ্বকাপ খেলেছিল দেশটি, ১৯৭৪ আসরে। সেই সময় দেশটির নাম ছিল জায়ার। ওই আসরে তিন ম্যাচের সবকটি তারা হেরেছিল, স্কোরলাইন ছিল ১৪-০।এবারের বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে পর্তুগালের সঙ্গে ড্র করে চমক দেখায় ডিআর কঙ্গো। পরের ম্যাচে কলম্বিয়ার বিপক্ষে হেরে যায় তারা একমাত্র গোলে। এবার স্মরণীয় এক জয়ে পা রাখল নকআউটে, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে 'কে' গ্রুপে তৃতীয় কঙ্গো। নবাগত উজবেকিস্তান প্রথম জয়ের আশা জাগিয়েও পারল না, তিন ম্যাচের সবকটি হেরে শেষ হলো তাদের অভিযান। একই সময়ে গ্রুপের আরেক ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছে কলম্বিয়া ও পর্তুগাল। ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা কলম্বিয়া, ৫ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ পর্তুগাল।প্রথম মিনিটে এল্দর শমুরদভ কঙ্গোর জালে জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল পায়নি উজবেকিস্তান। তবে গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়নি তাদের। দশম মিনিটে অধিনায়কের চমৎকার গোলে এগিয়ে যায় তারা।উড়ে আসা ক্রস বক্সের বাইরে থেকে ব্যাকহিল ফ্লিকে ভেতরে দেন আব্বোসবেক। কঙ্গো গোলরক্ষক একটু এগিয়ে ছিলেন, ছুটে গিয়ে দুরূহ কোণ থেকে তার মাথার ওপর দিয়ে বল জালে পাঠান উজবেকিস্তানের রেকর্ড গোলস্কোরার শমুরদভ।বিশ্বকাপে উজবেকিস্তানের দ্বিতীয় গোল এটি ষ্টাদশ মিনিটে দারুণ নৈপুণ্যে উজবেকিস্তানের জালে বল পাঠান কঙ্গোর এমবুকু। কিন্তু তাদের সেই উচ্ছ্বাস মাটি হয়ে যায়।

ভিএআর পর্যালোচনার ভিত্তিতে মনিটরে দেখে গোল বাতিল করেন রেফারি। বিল্ডআপের সময় মাঝমাঠে হাত দিয়ে উজবেকিস্তানের এক খেলোয়াড়ের মুখে আঘাত করেছিলেন এমবুকু নিজেই, ফাউল। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে দুই দলের কেউ আর উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করতে পারেনি।দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চলছিল। কিন্তু দুই পাশে গোলরক্ষকের পরীক্ষা নিতে পারছিল না কেউ।৬৮তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে সমতা টেনে কঙ্গোর আশা জাগিয়ে তোলেন উইসা। বক্সে তিনি নিজেই ফাউলের শিকার হলে এই পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি।৭৮তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন মায়েলি। বক্সের বাইরে থেকে কঙ্গোর একজনের শট প্রতিপক্ষের পা ছুঁয়ে যায়, আর গোলরক্ষকের সামনে থেকে পায়ের টোকায় বল জালে পাঠান ৩২ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলে দলের জয় ও নকআউট পর্বের টিকেট প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন উইসা। শেষ বাঁশি বাজতেই উল্লাসে ফেটে পড়ে গোটা দল।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জিরানিয়া ‘ল’ কলেজে নারীর অধিকার রক্ষায় সাংবিধানিক ও আইনি সুরক্ষা নিয়ে সেমিনার

আগরতলা, ২৮ জুন: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুরস্থিত জিরানিয়া ল' কলেজে 'ভারতে নারীর অধিকার সংরক্ষণ: সাংবিধানিক, আইনি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের সেমিনার হলে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বক্তারা নারীর অধিকার রক্ষায় সংবিধান, প্রচলিত আইন এবং সামাজিক সচেতনতার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মিল্টন কুমার আচার্য।

অনুষ্ঠানের সূচনায় কলেজের অধ্যক্ষ ড. রাজ কুমার শ্রীবাস্তব কলেজের সম্পাদক ড. বিষ্ণুপদ দাসের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করে শোনান। এরপর তিনি উপস্থিত অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. আচার্য বলেন, ভারতের সংবিধান নারীদের অধিকার সুরক্ষায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধান প্রদান করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, সংবিধানের ১৫(৩) অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রকে নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে। ৩৯ অনুচ্ছেদে সমকাজে সমবেতনের নীতি এবং ৪২ অনুচ্ছেদে ন্যায্য ও মানবিক কর্মপরিবেশের পাশাপাশি মাতৃত্বকালীন সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ২১ অনুচ্ছেদে নারীর জীবন ও মর্যাদার অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন, গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইন, পণবিরোধী আইন, মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, মেডিক্যাল টার্মিনেশন অব প্রেগন্যান্সি আইন, বিবাহিত নারীর ভরণপোষণের অধিকার এবং ২০০৫ সালের সংশোধিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে নারীর সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়েও তিনি আলোচনা করেন।

ড. আচার্য ৭৩তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থায় নারীদের সংরক্ষণের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করলেই হবে না, সেগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নারী শক্তি অধিনিয়ম সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন, যার মাধ্যমে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় নারীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সহযোগী অধ্যাপক ড. ডি.পি. গৌতম এবং ড. সুশীল

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুমুলুঙের একলব্য মডেল স্কুল সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে খুমুলুঙে একলব্য মডেল স্কুল পরিদর্শন করেন। তিনি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, হোস্টেল পরিদর্শন করেন এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোঁজখবর নেন। এই বিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়ে তিনি আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাতের ১৩৫তম পর্ব অন্যান্যদের সঙ্গে বসে শোনেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সারমর্ম নিয়ে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের গুরুত্ব তিনি ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন। রাজ্যপাল ছাড়াও সে সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অতিরিক্ত মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রমুখ।

এরপর রাজ্যপাল মোহনপুরে রশনি মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন স্বসহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। রশনি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনের সভাপতি রাজ্যপালকে ক্লাস্টারের কার্যপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। ঐ এলাকা পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল রশনি সিএলএফ চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন। এছাড়াও রাজ্যপাল দীপাবলি স্বসহায়ক গোষ্ঠী পরিচালিত বাঁশ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় কাঁচামালকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট স্বসহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পরে রাজ্যপাল পুরাতন আগরতলা ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব নোয়াগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের কেপারাম পাড়ার শোভা দেববর্মার বাড়িতেও যান। তিনি শোভা দেববর্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তার হাঁসের খামারটি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। উল্লেখ্য, এর আগে লোক ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শোভা দেববর্মার হাতে হাঁসের বাচ্চা তুলে দিয়েছিলেন। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিকল ল্যান্ডফোনে বিপাকে বিশ্রামগঞ্জ দমকল কেন্দ্র

বিশ্রামগঞ্জ, ২৮ জুন: দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে বিশ্রামগঞ্জ দমকল কেন্দ্রের ল্যান্ডফোন। ফলে অগ্নিকাণ্ড বা অন্যান্য জরুরি ঘটনার খবর সময়মতো না পাওয়ায় ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছাতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে দমকল কর্মীদের। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত ল্যান্ডফোন মেরামতের দাবি জানিয়েছেন তারা।

রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দমকল কর্মীরা জানান, ল্যান্ডফোন অকেজো থাকায় বহু সময় জরুরি খবর তাদের কাছে যথাসময়ে পৌঁছায় না। এর ফলে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে বিলম্ব হয় এবং ক্ষুব্ধ জনতার অসন্তোষের মুখে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধুপুরে দন্ড মহোৎসব

আগরতলা: ২৮ জুন: কমলাসাগরের অন্তর্গত মধুপুর বাজার সংলগ্ন শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ নামহট্ট সেন্টারের উদ্যোগে মধুপুরে এই বছর প্রথমবারের মতো পানিহাটি চিড়াদধি দন্ড মহোৎসব অত্যন্ত ঝাকঝমক ভাবে অগণিত গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে উদযাপিত হলো। সনাতন সংস্কৃতির মধ্যে এটিই একটিমাত্র উৎসব যেখানে ভগবান কর্তৃক ভক্তদেরকে দণ্ড প্রদান করা হয়। গৌড়ীয় প্রথা অনুযায়ী প্রায় ৫১০ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এই উৎসবটি পালন করে আসছেন। এই উৎসবটির মাধ্যমে শ্রীম্ননিত্যানন্দ প্রভু ষড়গোস্বামীর একজন রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে চিড়াদধি খাওয়ানোর দন্ড প্রদান করেছিলেন। তাই এই মহোৎসবের মাধ্যমে ভক্তরা সর্বদাই নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করে থাকেন। শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে, 'নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই / দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়'। তাই এই উৎসবের মাধ্যমে ভক্তরা গুরু রূপী নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করে মহাপ্রভুর অহৈতুকী প্রেম লাভ করে থাকেন। এদিন এই অনুষ্ঠানে হরিনাম সংকীর্তনের পাশাপাশি ভাগবতম ক্লাস এবং বিবিধ রকমের আয়োজন গ্রামবাসীদের বিশেষ নজর কাড়ে। অনুষ্ঠান শেষে সবার মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দিল্লিতে গ্লোবাল পাইনঅ্যাপেল ফেস্টিভ্যালে “মন কি বাত” অনুষ্ঠান শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৮ জুন: নয়াদিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল পাইনঅ্যাপেল ফেস্টিভ্যালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান ”মন কি বাত”-এর ১৩৫তম পর্ব শুনলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে এদিন উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং এবং ত্রিপুরা, দিল্লি ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বহু মানুষ।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে গ্লোবাল পাইনঅ্যাপেল ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ”মন কি বাত” অনুষ্ঠানের ১৩৫তম পর্ব সকলের সঙ্গে একযোগে শ্রবণ করার অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, নয়াদিল্লিতে আয়োজিত গ্লোবাল পাইনঅ্যাপেল ফেস্টিভ্যালে ত্রিপুরার বিখ্যাত কুইন জাতের আনারসসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য ও রাজ্যের কৃষি সম্ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে।

মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে ‘ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিক মেরিট-কাম-মিনস অ্যাওয়ার্ডস-২০২৬’ প্রদান, সম্মানিত ৩৫ কৃতি শিক্ষার্থী

আগরতলা, ২৮ জুন: মেধাবী অথচ আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রবিবার আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ‘ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিক মেরিট-কাম-মিনস অ্যাওয়ার্ডস-২০২৬’ প্রদান করা হয়। এ বছর মোট ৩৫ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে এই সম্মাননা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সচিব স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শ্যামল দাস, বি.বি. মেমোরিয়াল কলেজের প্রাক্তন রিডার ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. জগদীশ গণচৌধুরী, টেকনো কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. দিবাকর দেব এবং ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের সদস্য পার্থ প্রতীম সাহা। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, সমাজের মেধাবী কিন্তু আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো সময়ের দাবি। এই ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রতিবছর এই ‘মেরিট-কাম-মিনস অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হয়। মেধাবী, আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীরাও এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন। এ বছর এই পুরস্কার প্রদানের তৃতীয় বর্ষ। প্রথম বছরে ৩২ জন এবং দ্বিতীয় বছরে ৩৫ জন শিক্ষার্থীকে সম্মানিত করা হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও ৩৫ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়।

জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বনকুল নতুন বাজারে সিপিআই(এম)-এর মিছিল ও পথসভা

আগরতলা, ২৮ জুন: পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এবং বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধির প্রতিবাদে রবিবার দক্ষিণ ত্রিপুরার বনকুল নতুন বাজার এলাকায় মিছিল ও পথসভার আয়োজন করে সিপিআই(এম)। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত মিছিলটি বনকুল নতুন বাজারের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। পরে নতুন বাজার এলাকায় এক পথসভার মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি হয়। পথসভায় সভাপতিত্ব করেন সিপিআই(এম)-এর দক্ষিণ জেলা কমিটির সদস্য সাথৈই মগ। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের দক্ষিণ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রভাত চৌধুরী। বক্তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে বলেন, পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পাশাপাশি বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধিতেও সাধারণ মানুষ আর্থিক চাপে পড়ছেন বলে তারা অভিযোগ করেন। এই পরিস্থিতিতে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়ে সিপিআই(এম) নেতারা আন্দোলন আরও জোরদার করার হুঁশিয়ারি দেন।

নাবালিকা নির্যাতনকাণ্ডে মূল অভিযুক্তের গ্রেফতারির দাবিতে সরব কংগ্রেস

মেলাঘর, ২৮ জুন: মেলাঘরের নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পিন্টু রঞ্জন ঘোষের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। রবিবার জেলা কংগ্রেসের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেয়।

জানা গেছে, এই ঘটনায় কয়েকদিন আগে সিপিআই(এম) থানায় অভিযোগ জানিয়ে অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবি তোলে। এরপর শনিবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

রবিবার কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল নির্যাতিতার বাড়িতে পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আইনি ও সামাজিক লড়াইয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এ সময় এক আবেগঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয়, যখন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ভিডিও কলের মাধ্যমে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন।

ভিডিও বার্তায় সুদীপ রায় বর্মন জানান, নির্যাতিতার উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের চিকিৎসা ব্যয় তিনি ব্যক্তিগতভাবে বহন করবেন। পাশাপাশি পরিবারের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখারও আশ্বাস দেন।

এদিনের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি দীপক চক্রবর্তী, লক্ষণ দাস, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হাবিল মিয়া, সোনামুড়া ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রাকিব, কংগ্রেস নেতা তাপস সাহাসহ দলের অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব।

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, মূল অভিযুক্ত পিন্টু রঞ্জন ঘোষের দ্রুত গ্রেফতার এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

খুমুলুংয়ের “মন কি বাত” শুনলেন রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৮ জুন: ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু রবিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার খুমুলুংস্থিত একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান “মন কি বাত”-এর ১৩৫তম পর্বের সরাসরি সম্প্রচার শ্রবণ করেন।

এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ড. বিশাল কুমার এবং জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক অংশ নেন। সকলেই একসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মাসিক বেতার ভাষণ শোনেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে থানায় হাজির সুতপা সেন, লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা

আগরতলা, ২৮ জুন: সামাজিক মাধ্যমে সাংবাদিকদের উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার পর পূর্ব থানাধীন কলেজটিলা পুলিশ ফাঁড়িতে হাজির হন সুতপা সেন। রবিবার তিনি তাঁর স্বামী সঞ্জীব সেনকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে এসে লিখিতভাবে নিজের ভুল স্বীকার করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য আর করবেন না বলে মুচলেকা জমা দেন।

জানা গেছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাংবাদিকদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে সুতপা সেনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এরপর পুলিশের তলবে তিনি কলেজটিলা পুলিশ ফাঁড়িতে উপস্থিত হন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের কনফারেন্স ফলে টিকাকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ জুন: জাতীয় টিকাকরণ দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের কনফারেন্স হলে আজ জেলা-স্তরের পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমগ্র দক্ষিণ জেলায় পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পোলিওমুক্ত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক টিকাকরণ অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, দক্ষিণ ত্রিপুরার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস, জেলা টিকাকরণ আধিকারিক ডাঃ রণদীপ ভৌমিক, বিলোনিয়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুব্রত দাস এবং জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর ও বিভিন্ন সহযোগী বিভাগের বিশিষ্ট আধিকারিকগন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নিয়মিত টিকাকরণের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, প্রতিটি শিশুকে টিকাদানের আওতায় আনা হলে পোলিও সহ বিভিন্ন টিকাদানযোগ্য রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তাঁরা পোলিওমুক্ত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও সচেতনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং এই মহৎ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সকলের নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগন যোগ্য শিশুদের ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন (ওপিভি) খাওয়ানোর মাধ্যমে জেলা-ব্যাপী পালস পোলিও টিকাকরণ অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

এবারের অভিযানে দক্ষিণ জেলায় মোট ২৯,৬৯৫ জন পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুকে পোলিও টিকার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ বছরেও সংস্কার হয়নি চন্দ্রপুর মধ্যপাড়া সড়ক সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটু জলক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী

আগরতলা, ২৮ জুন: দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় রয়েছে চন্দ্রপুর মধ্যপাড়া এলাকার প্রধান সড়ক। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তার বিভিন্ন অংশে হাঁটু সমান জল জমে যায়, ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রবিবার বৃষ্টির পর আবারও রাস্তার করুণ চিত্র সামনে আসে। জলমগ্ন ও কাদায় ভরা রাস্তায় চলাচল কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, কর্মজীবী মানুষ থেকে শুরু করে প্রবীণ ও রোগীদের যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বারবার সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাদের দাবি, নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোট শেষ হলেই সেই প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবায়িত হয় না। স্থানীয়দের কথায়, 'জনপ্রতিনিধিদের এলাকার রাস্তা ঠিক থাকলেও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের দিকে কেউ নজর দিচ্ছেন না। মাত্র এক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই হাঁটু সমান জল জমে যায়। এই রাস্তা দিয়ে মানুষের চলাচলই দুষ্কর হয়ে পড়েছে।'

অবিলম্বে চন্দ্রপুর মধ্যপাড়া সড়কের সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas